NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ভোটের দিন ভোটার আইডি পরীক্ষা করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

৬ বছর পর ফিরছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ২

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০২৬ ৮ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ২৮০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.03.2026, Vol.19, Issue No. 280, 8 Pages, Price 3.00

দিল্লিতে নিজের বাসভবনে এক 'ছোট্ট বন্ধু'র সঙ্গে খেলায় মেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজমাধ্যমে ছবিটি নিজেই শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, '৭ নম্বর লোক কল্যাণ মার্গে এক ছোট্ট বন্ধুর সঙ্গে।' তার পরই কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে। কে এই খুদে? জানা গিয়েছে, শিশুটির নাম অশ্বিন কৃষ্ণ ওরফে ওমি। সে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার দিয়া কৃষ্ণের পুত্র এবং কেরলের অভিনেতা-রাজনীতিবিদ কৃষ্ণকুমারের নাতি। যাঁর সঙ্গে বিজেপির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁরা মোদীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

৮,৯৩১ দিন মাইলফলক মোদীর

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: দেশের কোনও নির্বাচিত সরকারের (কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার) প্রধান হিসাবে সবচেয়ে বেশি দিন কাজ করার রেকর্ড গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রিত্ব এবং তার আগের গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রিত্ব মিলিয়ে মোট ৮,৯৩১ দিন (২৪ বছর ১৭১ দিন) ধরে সরকারের প্রধানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিংয়ের দখলে।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন মোদী। পরে ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে গঠিত সরকারেরও প্রধানমন্ত্রী হন তিনিই। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১১ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছেন তিনি। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে মোদী ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী। ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন তিনি। পরে ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী হন। এত দীর্ঘ সময় ধরে দেশের আর কোনও রাজনীতিক সরকারপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাননি। সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন ৮,৯৩০ দিন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলেছেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ডকে ছাপিয়ে নতুন নজির গড়লেন মোদী।

এর আগে জওহরলাল নেহরু ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট থেকে ১৯৬৪ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশের সরকারপ্রধানের দায়িত্ব সামলেছেন। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধীও দু'দফা মিলিয়ে ১৫ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। মোদীর পূর্বসূরি মনমোহন সিংহও টানা দু'বারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনিও সরকারপ্রধান হিসাবে ১০ বছর কাজ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম আমলেও কোনও রাজনীতিক মোদীর মতো (মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্ব মিলিয়ে) এত দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতা সামলাননি। ২৩ বছরের বেশি সময় মুখ্যমন্ত্রী থেকেছেন জ্যোতি বসু। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও রাজ্য সরকারের প্রধান ছিলেন ১০ বছরের বেশি সময়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মাইলফলকে পৌঁছতেই আনন্দপ্রকাশ করেছেন রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা প্রমুখ। সমাজমাধ্যমে তাঁরা তাঁদের অভিনন্দনবার্তা তুলে ধরেছেন।

আজ বিকেলেই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বিবেচনাধীন' ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা আজ, সোমবার বিকেলে প্রকাশিত হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনীয় আধিকারিক মনোজকুমার আগারওয়াল একথা জানিয়েছেন। রবিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নতুন ঠিকানা শিপিং কর্পোরেশনের ভবনে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যাঁদের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে, তাঁদের নামই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তার পর থেকে প্রতি শুক্রবার করে ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

মোট ৬০ লক্ষ 'বিবেচনাধীন' ভোটারের মধ্যে শুক্রবার পর্যন্ত প্রায় ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার বিচারাধীন ভোটারের নথি নিষ্পত্তি হয়েছে। সেই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বর্তমানে দিনে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ করে নামের নিষ্পত্তি হচ্ছে। প্রথম তালিকা প্রকাশের পরেই কারও নাম ভোটার তালিকায় যদি না তোলা হয় বা কেটে দেওয়া হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনলাইন ও অফলাইন; দু'ভাবেই ট্রাইব্যুনালে আপিলের সুযোগ থাকবে। ইসিআইনেট অ্যাপ বা কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করা যাবে। অফলাইনে আবেদন করতে হলে জেলাশাসক বা মহকুমাশাসকের দপ্তরে তা জানাতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক-বিচারপতিদের নিয়ে ১৯টি ট্রাইব্যুনাল গঠন হয়েছে। ২৩ জেলার জন্য রয়েছেন মোট ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি-বিচারক। ট্রাইব্যুনালে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগ, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো নাম।

এদিকে, সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে জেলাশাসকদের সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, চূড়ান্ত তালিকা যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই প্রকাশ হবে এই তালিকা। জেলায় জেলায় জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে যাবে লিস্ট। সেখান থেকেই বুথে বুথে টাঙিয়ে দেওয়া হবে এই তালিকা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের মোট প্রায় ৮০ হাজার ৬৮১টি বুথের মধ্যে ৪০ হাজারের বেশি বুথের জন্য সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তালিকা প্রকাশের পর তা সংশ্লিষ্ট বুথে টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েই তৎপর কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বৈঠকও করেন। এর আগেও হাইকোর্টে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক হয়। এই মুহূর্তে ৭০৫ জন জুডিশিয়াল অফিসার কাজ করছেন। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে তাঁরাই ঠিক করছেন, সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় কারা থাকবেন, কারা থাকবেন না। তবে সূত্রের খবর, সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরোনোর আগে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ কাটাতে কমিশন ও সতর্ক। তালিকা বেরোনোর পর যাতে কোনও ঘটনা না ঘটে, তার জন্য মোতায়ন থাকবে বাহিনী। থাকবে কড়া নজরদারিও। বুথে বুথে তালিকা বেরোনোর পর পরবর্তীতে ফাইনাল লিস্টের মতোই অনলাইনেও দেখা যাবে এই তালিকা।

কেন্দ্র-রাজ্য মিলিয়ে প্রচারে ঝাঁপাবে পদ্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সুপরিকল্পিত প্রচারকৌশল নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি রাজ্যের প্রথম সারির নেতাদেরও সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচারের নকশা তৈরি করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই রূপরেখা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে জনসভা ও রোড শো করবেন। তাঁদের সভাগুলিকে ঘিরে উচ্চমাত্রার জনসংযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ধারাবাহিক সভা করে ভোটের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে।

একই সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বকেও এবার সামনে রেখে প্রচারের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার নিজেই জানিয়েছেন, 'আমি দলের একজন কর্মী। দল যেখানে দায়িত্ব দেবে, সেখানেই গিয়ে প্রচার করব।' তাঁর এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, রাজ্যের নেতাদের উপরও বড় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের মতে, 'বাংলার ভোটে স্থানীয় নেতৃত্বই মুখ্য ভূমিকা নেবে, কেন্দ্রীয় নেতারা সেই শক্তিকে আরও জোরদার করতে আসবেন।' সেই ভাবনায় শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষদের মতো নেতাদেরও একাধিক কেন্দ্রে প্রচারে নামানোর পরিকল্পনা হয়েছে। সব মিলিয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে বহুস্তরীয় প্রচার গড়ে তুলে ভোটযুদ্ধে এগোতেই প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৭ কিংবা ৮ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে বিশেষত শিলিগুড়িতে রোড শো করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তরবঙ্গের বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসেছেন। উত্তরবঙ্গের নেতা ও সংগঠকরা বৈঠকে বসেছেন। ৭ কিংবা ৮ এপ্রিল উত্তরবঙ্গে সভাও করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। তা নিয়ে এখন দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বনসলরা। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে মোট ৪টি সভা করার কথা রয়েছে মোদীর। এরই মধ্যে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় বা শেষ দফার নির্বাচনী প্রচারে শেষ রোড শো ভবানীপুর ছুঁয়ে যাবে।

আগামী সপ্তাহে বাংলায় আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও। সূত্রের খবর, বাংলায় এসে জোনভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠক করবেন নীতিন। বিজেপির যে ১০টি বিভাগ রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বিভাগের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে বৈঠকে বসতে পারেন নবীন।

ভবানীপুরের সংগঠন সামলে উত্তরে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচ দিনের টানা প্রচার কর্মসূচি শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ থেকেই এই প্রচারের সূচনা করবেন তিনি। সেখানকার মাটিতে ধারাবাহিক জনসভা ও প্রচারের মাধ্যমে নির্বাচনী লড়াইকে তীব্র করতে নামছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূচি অনুযায়ী, টানা পাঁচ দিনে একাধিক জেলায় প্রায় পনেরোটি সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। পাহাড় থেকে সমতল; সমস্ত অঞ্চলে সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতেই এই ঝোড়ো সফর। নির্বাচন ঘোষণার পর এটিই তাঁর প্রথম বৃহৎ আকারের প্রচার অভিযান। ফলে রাজনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট বেশি। বিরোধী শক্তির পালটা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুরু থেকেই আগ্রাসী অবস্থান নিতে চাইছে শাসকদল। দলীয় শিবিরের মতে, এই সফর শুধুই সভা নয়, বরং গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে সংগঠনের শক্তি পুনর্গঠনের কৌশল। দলীয় এক নেতা বলেন, 'এই সফরে প্রতিটি সভা সংগঠনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই লড়াইয়ের সুর চড়াতে চাইছেন নেত্রী।'

সূচি অনুযায়ী, ২৪ মার্চ আলিপুরদুয়ারে প্রথম সভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। একই দিনে ময়নাগুড়ি এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতেও জনসভা করার কথা রয়েছে। ওই দিন শিলিগুড়িতে রাত্রিবাস করবেন তিনি। ২৫ মার্চ রাজগঞ্জ, হরিরামপুর এবং মালদার একটি কেন্দ্রে প্রচার করবেন মমতা। ওই দিন মালদাতেই রাত কাটাবেন তিনি। ২৬ মার্চ নবগ্রাম ও খড়গ্রামে সভা করার পাশাপাশি একই দিনে ময়ূরেশ্বর ও পাণ্ডবেশ্বরেও জনসভা করার সূচি রয়েছে তাঁর। ২৭ মার্চ পুরুলিয়ার কাশীপুর, ছাতনা এবং ওন্দায় প্রচার কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। শেষ দিন ২৮ মার্চ কোতুলপুরের জয়পুর ব্লক এবং গড়বেতায় দু'টি জনসভা করবেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু করে একাধিক জেলায় টানা সভা করার মাধ্যমে সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং ভোটারদের কাছে সরাসরি পৌঁছনোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সফরের আগে নিজের রাজনৈতিক ঘাঁটি শক্ত করতে রবিবার সন্ধেয় ভবানীপুরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে আয়োজিত এই কর্মিসভায় স্থানীয় সংগঠনের সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে এক ছাতার তলায় এনে সরাসরি নির্দেশ দেন তিনি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে এই কেন্দ্রেই সবচেয়ে বেশি নজর দিচ্ছেন নেত্রী। কারণ, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে লড়াইকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না শাসক দল। সংগঠনকে আরও সক্রিয় করতে 'ডোর টু ডোর' প্রচারে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখান থেকেই দলের নেতা-কর্মীদের ভবানীপুরে জয়ের টার্গেট বেঁধে দিলেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'কলকাতার মধ্যে ফার্স্ট হতে হবে ভবানীপুরকে।' ৬০ হাজারের বেশি ভোটে জেতার টার্গেট বেঁধে দিয়ে উপস্থিত দলের কর্মী, নেতাদের প্রতি তাঁর সতর্কবার্তা, আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। কর্মীদের প্রতি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বার্তা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নিয়ে ঘরে ঘরে প্রচার করতে হবে। একইসঙ্গে জনতাকে মনে করিয়ে দিতে হবে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের অবহেলা, বঞ্চনার কথা।

এক তৃণমূল নেতা জানান, 'প্রতিটি ভোটার পর্যন্ত পৌঁছনোই এখন লক্ষ্য। প্রয়োজন হলে একই বাড়িতে একাধিকবার যেতে বলা হয়েছে।' পাশাপাশি ভোটদানের কম হার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে দলের মধ্যে। বহুতল আবাসনের বাসিন্দাদের বুথমুখী করাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোটার তালিকার পরিবর্তন। বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৌশলগত পরিকল্পনা ছাড়া জয়ের রাস্তা কঠিন বলেই মনে করছে দল। সব মিলিয়ে, প্রচারের দিকনির্দেশ থেকে দায়িত্ব বণ্টন; সব কিছু স্পষ্ট করে দিয়ে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে নিজের ঘাঁটি মজবুত করতেই এই বৈঠককে ঘিরে তৃণমূলের উচ্চ সতর্কতা।

আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি পুত্রহারার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের লিফট বিপর্যয়ে প্রাণহানির ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিতে এবার আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিলেন মৃত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হলেও, শুধু নিম্নস্তরের কর্মীদের শাস্তিতে সন্তুষ্ট নন তিনি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'শুধু কয়েকজনকে ধরলেই দায় মেটে না। প্রকৃত দায়ীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজন হলে উচ্চ আদালতে যাব।'

পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা ও ত্রুটিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণই এই মৃত্যুর মূল কারণ। অমলবাবুর কথায়, 'আমার ছেলে আর ফিরবে না, কিন্তু এমন মৃত্যুফাঁদ যারা তৈরি করেছে, তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।' ঘটনায় শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও তীব্র হয়ে উঠেছে স্থানীয় মহলে। প্রতিবেশীদের একাংশও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কথায়, 'এই ঘটনা যেন আর কারও জীবনে না ঘটে, তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জরুরি।' একই সঙ্গে মৃতের স্ত্রীর জন্য স্থায়ী চাকরির দাবিও উঠেছে। পুলিশি তদন্ত চলছে। তবে পরিবার স্পষ্ট করে দিয়েছে; প্রশাসনিক দায় নির্ধারণ না হলে, লড়াই আরও তীব্র হবে।

আরজি কর

এদিকে, আরজি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক লিফট দুর্ঘটনায় অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতেই তৎপর হল প্রশাসন। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ঘটনার পর সমস্ত সরকারি হাসপাতালের লিফটের অবস্থা খতিয়ে দেখে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি লিফটের 'ফিটনেস' পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। একই সঙ্গে লিফটের ভিতরে ও বাইরে জরুরি যোগাযোগ নম্বর, দায়িত্বপ্রাপ্ত অপারেটরের উপস্থিতি, অ্যালার্ম ব্যবস্থা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ জারি হয়েছে। এক কর্তার কথায়, লিফটের রক্ষণাবেক্ষণে কোনও গাফিলতি সহ্য করা হবে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। পাশাপাশি লাইসেন্স ও কার্যক্ষমতার নথি যাচাইয়ের জন্য বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দেশে তেল-গ্যাসের জোগান নিয়ে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: দেশে তেল এবং গ্যাসের জোগান কেমন, তা পর্যালোচনা করতে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বিকেলে দিল্লিতে হওয়া এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ছিলেন বেশ কয়েক জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী প্রমুখ। কেন্দ্রের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে গ্যাস, অশোধিত তেল সরবরাহে কী প্রভাব পড়েছে, তা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে দেশের বিদ্যুৎ এবং সার উৎপাদন ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়েছে, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। ওই সূত্রের দাবি, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ করার কথা বলা হয় বৈঠকে।

রবিবারও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, গৃহস্থালিতে রান্নার গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। গ্রাহকদের মধ্যে 'বুকিং' সংক্রান্ত উদ্বেগও কমেছে। এই পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহ আগের অবস্থায় ফেরাতে চাইছে কেন্দ্র। যুদ্ধ পরিস্থিতির আগে রাজ্যগুলিকে যে পরিমাণ বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহ করত কেন্দ্র, তার ৫০ শতাংশ পুনরায় পাঠানো শুরু হয়েছে। কেন্দ্র জোগান বৃদ্ধি করায় বহু জায়গাতেই ধাবা, হোটেলগুলি পুনরায় খুলছে। তবে কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বাণিজ্যিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব নীরজ মিত্তল শনিবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের উদ্দেশে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, ২৩ মার্চ থেকে রাজ্যগুলিকে ২০ শতাংশ বেশি এলপিজি সরবরাহ করা হবে। ২৩ মার্চ থেকে অতিরিক্ত সরবরাহ শুরু হলে ধীরে ধীরে এলপিজি সংকট কমবে বলেও চিঠিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে, কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকায় ফের এলপিজি নির্ভরতা কমিয়ে পিএনজি (নলবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস) ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নলবাহিত গ্যাস সরবরাহের জন্য পরিকাঠামো তৈরির আর্জি জানিয়ে যে সমস্ত আবেদন জমা পড়েছে, সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।

এরই মধ্যে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) নিয়ে আমেরিকা থেকে ভারতে এল পণ্যবাহী জাহাজ। রবিবার জাহাজটি কর্নাটকের নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে ঢোকে। জাহাজটিতে রয়েছে ১৬,৭১৪ মেট্রিক টন। আমেরিকা থেকে ভারতে আসা জাহাজটির নাম 'পাইএক্সিস পাইওনিয়ার'। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি এই জাহাজ টেক্সাসের একটি বন্দর থেকে ছেড়েছিল। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে এই জাহাজ ভারতে ঢোকায় দেশে গ্যাসের জোগান কিঞ্চিৎ বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ম্যাঙ্গালুরুতেই রয়েছে দেশের বৃহত্তম ভূগর্ভস্থ গ্যাসের ভান্ডার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৫ মিটার নীচে অবস্থিত এই ভান্ডারে ৮০ হাজার টন গ্যাস মজুত রাখা যায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই ভাণ্ডার থেকে গ্যাস নেওয়া শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি।

রবিবারই নিউ ম্যাঙ্গালুরু বন্দরে নোঙর করেছে রাশিয়ার তেলবাহী জাহাজ 'অ্যাকোয়া টাইটান'। চিনের দিকে যাওয়ার সময় মাঝপথে অভিমুখ বদলে ভারতে এসেছে জাহাজটি। মাঝারি মাপের এই জাহাজটিতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল রয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, চিন যাওয়ার পথে অন্তত সাতটি রুশ জাহাজ অভিমুখ বদলে ভারতের দিকে ঘুরেছে। তার মধ্যে 'অ্যাকোয়া টাইটান'-ই প্রথম ভারতীয় বন্দরে নোঙর করেছে। তবে বাকি ছ'টি জাহাজের সবগুলিই ভারতে আসছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

■ ইরানকে এবার কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী খুলে না দিলে ইরানে নতুন করে অভিযান শুরু করবে আমেরিকা। তার নিশানায় থাকবে দেশটির ছোট-বড় সমস্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র। এর জন্য সময়ও বেঁধে দিয়েছেন ট্রাম্প।

রবিবার সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইরান যদি হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি, কোনও হুমকি ছাড়া খুলে না দেয়, আমেরিকা তাদের ফের আঘাত করবে এবং বহু বিদ্যুৎকেন্দ্র নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আঘাত শুরু হবে ইরানের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্রটিকে দিয়ে।' এই পোস্টের মুহূর্ত থেকে ৪৮ ঘণ্টার কাউন্টডাউন শুরু হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

ভোটের দিন ভোটার আইডি পরীক্ষা করবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নির্দেশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন রাখতে এবার বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা নজরদারি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটের দিন কেন্দ্রে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা প্রয়োজনে ভোটারদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করতে পারবেন। সূত্রের খবর, ভুয়ো ভোট রুখতে এবং অশান্তি এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে স্পর্শকাতর বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন বা বুথে প্রবেশের আগে, সন্দেহ হলে তাঁদের ভোটার আইডি বা স্বীকৃত পরিচয়পত্র দেখতে চাইতে পারেন জওয়ানরা। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থে। কোনও ভোটারকে হয়রানি করা বা অযথা আটকে রাখার অধিকার কারও নেই। একইসঙ্গে, রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রেখে পুরো প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে। প্রশাসনের এক কর্তা জানান, যেখানে প্রয়োজন, সেখানে পরিচয় যাচাই করা হবে। তবে সাধারণ ভোটারদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এটি নিয়ম মেনেই করা হবে। ভোটারদেরও অনুরোধ করা হয়েছে, ভোট দিতে যাওয়ার সময় অবশ্যই বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপে ভোট প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও সুরক্ষিত হবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

নন্দীগ্রাম ইস্যুতে তৃণমূলের নিশানায় শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নন্দীগ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত উদ্যোগকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে উঠল। রবিবার নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও পোস্ট করে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করে, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকের প্রতি অপমানজনক ও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন।

তৃণমূলের অভিযোগ, এক সাংবাদিক যখন নন্দীগ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন করেন, খন শুভেন্দু অধিকারী যুক্তির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণের পথে হাঁটেন। দলের এক মুখপাত্র বলেন, সরাসরি প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর না দিয়ে সাংবাদিককেই 'চটি চাটা সাংবাদিক' বলে কটাক্ষ করেন। এটা শুধু অশালীন নয়, গণতান্ত্রিক পরিসরের পরিপন্থী।

এখানেই থেমে থাকেনি তৃণমূলের আক্রমণ। তাদের দাবি, বিজেপির স্থানীয় সংগঠন ভেঙে পড়ছে, আর সেই চাপেই বিরোধী দলনেতার সংযম হারিয়ে যাচ্ছে। এখন তাঁর হাতে শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ আর উত্তেজিত প্রতিক্রিয়াই অস্ত্র হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের আরও কটাক্ষ, এটা একজন নেতার আতঙ্কের বহিঃপ্রকাশ; যিনি বুঝতে পারছেন, রাজনৈতিক বয়ান তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে বিজেপির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ভোটের আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ যে আরও বাড়বে, তা স্পষ্ট।

৬ বছর পর ফিরছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ ছয় বছরের বিরতির পর আবার দীক্ষান্তের আনুষ্ঠানিকতায় ফিরতে চলেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আজ কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের শতবার্ষিকী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে এই বহুল প্রতীক্ষিত সমাবর্তন অনুষ্ঠান। ভোটের মরশুমে আচরণবিধি জারি থাকায় অনিশ্চয়তা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সবুজ সংকেত মিলেছে, ফলে নির্ধারিত দিনেই আয়োজন নিশ্চিত হয়েছে।

প্রথমে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা এগিয়ে এনে সকাল ১১টায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। উপাচার্য আশুতোষ ঘোষ এ প্রসঙ্গে জানান, নির্ধারিত দিনেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, তাঁরা সম্মতি জানিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আচার্য তথা রাজ্যপাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন, সেই কারণেই সময় কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে। এবারের সমাবর্তনে ১১০৬ জন গবেষককে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হবে। পাশাপাশি একজন পাবেন ডিএসসি এবং দু'জনকে ডিলিট ডিগ্রি দেওয়া হবে। দীক্ষান্ত ভাষণ দেবেন আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী। বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বিজয় পাণ্ডুরঙ্গ ভক্তকর। সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য সম্মানিত করা হবে কবি রঞ্জিত দাস এবং ফাদার থমাসকে।

দীর্ঘ বিরতির পর সমাবর্তনের প্রত্যাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। পড়ুয়া থেকে শিক্ষক; সবার মধ্যেই ফিরে এসেছে পুরনো ঐতিহ্যকে ঘিরে নতুন উচ্ছ্বাস।

সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে জখম মৎস্যজীবী, চলছে চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের কামড়ে জখম হলেন এক মৎস্যজীবী। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বড়িতলা জঙ্গলে। বাকি সঙ্গীদের তৎপরতায় ওই যুবককে উদ্ধার করে প্রথমে যোগেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে গভীর রাতে বসিরহাট হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। রবিবার জানা গিয়েছে, বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। আহত যুবকের নাম নিখিল মণ্ডল। তাঁর বাড়ি সুন্দরবনের হেমনগর কোস্টাল থানা এলাকার শামসেরনগরে।

নিখিলের সঙ্গেই ছিলেন গোবিন্দ মণ্ডল। তিনি গোটা ঘটনা সম্পর্কে জানান, নিখিল-সহ মোট ছ'জন দু'টি নৌকো নিয়ে তিনদিন আগে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে গিয়েছিলেন। শনিবার ঠিক সন্ধ্যার আগে বড়িতলা জঙ্গলের একটি খাড়ির ভিতর থেকে বেরোনোর সময় একটি বাঘ তার দু'টি শাবক নিয়ে খাড়ির ধারে উপস্থিত হয়। বাঘটি আচমকা নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে থাকা নিখিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ বাঁশ নিয়ে বাঘকে সজোরে আঘাত করেন। তখন ওই বাঘটি নিখিলকে ছেড়ে দিলে, তিনি নৌকো থেকে জলে পড়ে যান। কিন্তু ওই বাঘটি নৌকো থেকে ডাঙ্গায় উঠে তখনও নিখিলকে ধরার চেষ্টা করে। এর পর নিখিলের সঙ্গীরা চিৎকার, চেঁচামেচি এবং লাঠি নিয়ে বাঘের দিকে তেড়ে গেলে, বাঘ তার দু'টি বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায়। নিখিলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তাঁর সঙ্গীরা, এখন সে হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে আইএসএফ-তৃণমূলের হাতাহাতি ভাঙড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে আইএসএফ এবং তৃণমূলের হাতাহাতিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের পোলেরহাট থানার কুলবেড়িয়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন সকালে ওই এলাকায় দেওয়াল লিখছিল আইএসএফ-এর কর্মীরা। অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল তাদের দেওয়াল লিখতে বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা হয়, সেখান থেকে হাতাহাতি হয়। অভিযোগ, তৃণমূল সেই সময় আইএসএফের লোকজনকে মারধর করে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। এই খবর পেয়ে আইএসএফ এর অন্যান্য কর্মী ও সমর্থকরা সেখানে জড়ো হয়। উভয়পক্ষই মারমুখী হয়ে ওঠে।

ঢাকুরিয়ায় প্রাতঃভ্রমণকারীদের সঙ্গে জনসংযোগে বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত। ছবি: অদিতি সাহা

নির্বাচনী প্রচারে খুদের সঙ্গে নোয়াপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে মার্চ, ৮ই চৈত্র। সোম বার। বাসন্তী পঞ্চমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি, কৃত্তিকা নক্ষত্র, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রবির মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : J / k নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। P নামের মানুষের থেকে যে ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : S/ N নামের মানুষের থেকে উপকৃত হবেন। জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : পরিবারের স্বজনদের চক্ষু শূল। সময় নেওয়া ভালো। অতীব সুখ থাকছে। কথা বলতে আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : অর্থ সম্পর্কীয় শুভ। বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : ঈশ্বর আপনার পাশে।পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ আন্তর্জাতিক ষট পনঞ্চমী তিথী।
বাসন্তী দুর্গা অন্নপূর্ণা পনঞ্চমী তিথী।
শহীদ ভগৎ সিং য়ের আত্মবলিদান দিবস। বিশ্ব জলবায়ু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মৌজা-জঙ্গলখাস, জে.এল. নং- ৩৯৫, হাল খং নং-৪৫৮৩, সাবেক দাগ নং-২০১৯, হাল দাগ নং- ৪৪০৩ দাগের ভূমির রায়ত শ্রী দ্বৈপায়ন গিরি পিতা-স্বর্গীয় দুস্মন্ত গিরি, সাং-বাছুরডোবা, পোষ্ট ও থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম, কর্তৃক D.S.R., Jhargram অফিসে ইং-২৪/০৬/২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৩৭/২০২২ নং আমমোক্তার মূলে আমমোক্তার মধুসূদন সিংহ পিতা- শ্রী শক্তিপদ সিংহ, সাং- রঘুনাথপুর, পোঃ, থানা, জেলা- ঝাড়গ্রাম তিনি জেলা ও থানা ঝাড়গ্রাম এর নিকট হইতে D.S.R., Jhargram অফিসে ইং-১৩/০৩/২০২৬ তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত I-710/2026 এবং I-711/2026 নং বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করতঃ দখলকার রহিয়াছে। উক্ত ক্রয় বিষয়ে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রমানাদি সহ B.L & L.R.O. Jhargram অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায় আমার মক্কেল সম্পূর্ণ দায় মুক্ত অবস্থায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর অফিসে তাহারা নাম জারির কার্য্য আইন মোতাবেক সম্পন্ন করিবেন।

ইতি-
NANI GOPAL DAS
(Advocate)
Jhargram District Judge's Court

নাম-পদবী

Change of Name

I, **ANKITA HALDER**, D/o Pinaki Halder & Susmita Halder, residing at 15, Kedar Nath Singha Road, Near Ariadaha Sporting Club, Ariadaha, P.O. Ariadaha, Dist. North 24 Parganas, West Bengal-700057 hereby declare that my father's actual name is **PINAKI HALDER**. That in my birth certificate being Regn. no. 1288, in my all school documents being Regn. no. 2142-024536 and PAN Card no. BHWPH7126L, where my father's name has been recorded as **SUKUMAR HALDER**. That **PINAKI HALDER** & **SUKUMAR HALDER** is same & one identical person vide affidavit no. 8, dt. 19.03.2026 sworn before Ld. Judicial Magistrate , 1st Class at Kolkata.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪,
মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

ফাঁসিদেওয়ায় তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায় তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে বিধাননগরের ডাঙ্গপাড়ায় পথ অবরোধ করেন তৃণমূলের কিছু কর্মী ও সমর্থক। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের একাংশও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও পথ অবরোধ করায় সামিল হন। এ বার এই আসনে রিনা টোপ্পো এক্কাকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কিন্তু তাঁকে প্রার্থী হিসেবে পছন্দ নয় তৃণমূলের এই কর্মী ও সমর্থক এবং চা বাগানের শ্রমিকদের। তাঁরা রোমা রেশমি এক্কাকে প্রার্থী করার দাবিতে এদিন পথ অবরোধ করেন।

বীজপুরে তৃণমূলে ভাঙন, ২৫ জন কর্মী যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুরে তৃণমূলে ভাঙন। রবিবার দুপুরে বীজপুরের বাগমোড়ে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে ২৫ জন তৃণমূলের বুথ স্তরের কর্মী পদ্ম শিবিরে যোগদান করলেন। উক্ত যোগদান পর্বে হাজির ছিলেন বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। এদিন যাঁরা ঘাসফুল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন, তাঁরা কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, বীজপুরে দুই ভাইয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ। রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে যাঁরা বীজপুরে তৃণমূল করতেন, তাঁরা সকলেই এখন কোণঠাসা। বীজপুরের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তাঁর দাবি, আগামীদিনে বীজপুরে তৃণমূল দুর্গ ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।

দেশপ্রিয় পার্কে নির্বাচনী প্রচার করছেন বিজেপি প্রার্থী শতরূপা।

আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যকে নিশানা, তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার আরজি কর হাসপাতালকে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাকে সামনে রেখে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি সরাসরি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং গোটা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্যের স্পষ্ট বক্তব্য, আরজি করের ঘটনাটা কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয়, এটা রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ভাঙন, ব্যবস্থাপনায় গাফিলতি এবং জবাবদিহির অভাব; এই তিনের মিশ্র ফল হিসেবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে সাধারণ মানুষ ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবার নিশ্চয়তা আশা করে, সেখানে বারবার এমন ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে গোটা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে হলে শুধুমাত্র তদন্ত নয়, প্রয়োজন কাঠামোগত পরিবর্তন এবং দায় নির্ধারণ।

শমীকের কথায়, স্বাস্থ্যখাতের এই চিত্র রাজ্যের সামগ্রিক প্রশাসনিক অবস্থার প্রতিফলন। তাঁর অভিযোগ, সমস্যা সামনে এলেই তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।

আরজি কর হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর প্রতিবাদে এবিভিপির অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনা এবং রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে প্রশাসনিক অবহেলা ও অব্যবস্থার অভিযোগে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। রবিবার কলকাতায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এর সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এবিভিপি কর্মী ও সমর্থকেরা হাসপাতালের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ এবং রোগী পরিষেবার মানোন্নয়নের দাবি তোলেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শুধু আরজি কর নয়, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে প্রশাসনিক অবহেলা ও অব্যবস্থার কারণে। বিক্ষোভকারীরা আরও অভিযোগ করেন, অনেক হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড নেই, জরুরি পরিষেবায় দেরি হচ্ছে এবং রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকারের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন তাঁরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্রুত এই পরিস্থিতির উন্নতি না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ।

চলছে চৈতি ছটপুজোর কেনাকাটা।

ঝাড়গ্রামে ভোটের প্রচারে জনসংযোগে জোর সব দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবারের নির্বাচনী প্রচারে ধরা পড়ল ভিন্ন চিত্র। বড় সভা বা মঞ্চের বদলে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে ঘরে ঘরে প্রচার, ছোট বৈঠক ও সরাসরি জনসংযোগেই জোর দিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। এদিন সকালে টোটো চেপে প্রচারে বের হন তৃণমূল প্রার্থী মঙ্গল সরেন। সবজি বাজারে সাধারণ মানুষের থেকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত সাউ লালগড় এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। সিপিএম প্রার্থী অর্জুন মাহাতোও বাজার ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো পাটাশিমূলের ছোটপারুলিয়া গ্রামে বাড়ি-বাড়ি জনসংযোগের পাশাপাশি কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। কেশিয়াপাতা হাই স্কুলে সংগঠন শক্তিশালী করতে বুথ ও অঞ্চল নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়। বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো গুপ্তমণি, মানিকপাড়া ও লোধাশুলি এলাকায় কর্মিসভা ও জনসংযোগে ব্যস্ত থাকেন। সিপিআই প্রার্থী বিকাশ সঙ্গী সরডিহা ও শালবনি এলাকায় ধারাবাহিক বৈঠক করেন।

এছাড়াও, বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু বাঁশপাহাড়িতে কর্মিসভা করেন। সিপিএম প্রার্থী রবীন্দ্র সিং সর্দারও বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশ নেন। তৃণমূল প্রার্থী দুলাল মুর্মু দিনভর কর্মী বৈঠক ও জনসংযোগ চালান। ছাতিনাশোল থেকে কেন্দুগাড়ি পর্যন্ত প্রচারের পাশাপাশি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তামসা মেলায় যোগ দেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী অমিয় কিস্কু দিনভর কর্মী বৈঠকের পর এদিন সন্ধ্যায় বাড়ি-বাড়ি প্রচার চালান। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে ঝাড়গ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা সরাসরি জনসংযোগেই জোর দিচ্ছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০২৬, ৮ চৈত্র ১৪৩২ সোমবার

ভোটে কড়া নজর, ছাপ্পা ঠেকাতে পুলিশকে কড়া বার্তা কমিশনের

থানায়-থানায় পরিদর্শনে গিয়ে বৈঠক নগরপাল অজয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের মুখে প্রশাসনিক স্তরে কঠোরতা বাড়াল ভারতের নির্বাচন কমিশন। অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতে রাজ্য পুলিশকে একাধিক স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেই নির্দেশ বাস্তবায়নে নেমে পড়েছেন শীর্ষ পুলিশকর্তারা। ভোটের আগে প্রতিটি থানায় সরাসরি গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন পুলিশ কমিশনার ও সুপাররা। এদিন ভাঙড় এলাকায় পরিদর্শনে গিয়ে অজয় নন্দ অধস্তন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কড়া বার্তা দেন। তারপরে তিনি হেয়ার স্ট্রিট থানায় যান। তাঁর বক্তব্য, ভোট যেন সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত হয়, কোনওভাবেই প্ররোচনার জায়গা না থাকে। ভোটারদের ভয় দেখানো যাবে না। একইসঙ্গে ছাপ্পা ও বুথ জ্যামিং কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। কমিশনের নির্দেশিকায় মোট ছ'টি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; হিংসা প্রতিরোধ, প্ররোচনা রোধ, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভুয়ো ভোট বন্ধ, বুথ দখল ঠেকানো

এবং অবৈধভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ রুখে দেওয়া। এই নির্দেশ প্রতিটি থানার ওসিদের স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানোর দিকেও জোর দিচ্ছে কমিশন। ইতিমধ্যেই কয়েকশো কোম্পানি মোতায়েন রয়েছে, আরও বাহিনী ধাপে ধাপে আসবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোট পরিচালনায় সমন্বয় আনতে গড়ে তোলা হচ্ছে একটি সার্বক্ষণিক ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম।

কমিশন আরও স্পষ্ট করেছে, কোনও বুথে ওয়েবকাস্টিং আধঘণ্টার বেশি বন্ধ থাকলে সেখানে পুনর্নির্বাচন করা হবে। ফলে ভোট প্রক্রিয়ায় নজরদারির কড়াকড়ি যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এরপরেই অজয়কে আরজি করে লিফ ট-কাণ্ডে মৃত্যুর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ঘটনাটি শুনেছি, খুবই মর্মাহত আমি। প্রত্যক্ষদর্শী এবং মৃতের স্ত্রী যে বয়ান দিয়েছেন, সেটাই ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন। তাঁর বক্তব্য, লিফটে ত্রুটিগত সমস্যা থাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রার্থী বিতর্কে সংযমের বার্তা, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে জোর বিজেপি নেতৃত্বের

দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ও শেষ কথা: শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আগে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অসন্তোষের আবহ তৈরি হলেও, দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্মিলিতভাবে লড়াইয়ে নামার বার্তা স্পষ্ট করল বিজেপি নেতৃত্ব। সল্টলেকের রাজ্য কার্যালয়-সহ একাধিক জায়গায় কর্মীদের প্রতিবাদ দেখা গেলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই শেষ কথা। এক কেন্দ্রীয় নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, দলের সিদ্ধান্তই সবার জন্য গ্রহণযোগ্য। শেষ পর্যন্ত যাঁকে

মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাঁর পক্ষেই সবাইকে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও একই সুরে জানান, প্রার্থী বাছাইয়ে দলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। একজন কর্মীর প্রথম পরিচয় তাঁর দলনিষ্ঠা। তাঁর মতে, সাময়িক ক্ষোভ থাকলেও তা কাটিয়ে উঠে নির্বাচনী লড়াইয়ে মনোনিবেশ করাই এখন মূল লক্ষ্য।

এদিকে বিভিন্ন জেলায় প্রার্থী নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও নেতৃত্বের দাবি, এই ধরনের পরিস্থিতি নির্বাচনের সময় অস্বাভাবিক নয়। বরং দ্রুত সমাধান করে সংগঠনকে আরও মজবুত করাই এখন অগ্রাধিকার। সামনের দিনগুলোতে প্রচার জোরদার করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতৃত্ব একযোগে কৌশল নির্ধারণে ব্যস্ত।

পুলিশ সংগঠন নিয়ে কমিশনে নালিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘোষণার আবহে রাজ্যের প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। রবিবার স্থানান্তরিত নতুন সিইও দপ্তরে আসেন রাজ্য বিজেপির প্রতিনিধিদল। দলের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ জানান হয়, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির ব্যানার ব্যবহার করে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রচার চালানো হচ্ছে, যা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের সামিল। এই নিয়ে কমিশনের কাছে লিখিত আপত্তি জানানো হয়েছে।

চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, সরকারি ঘোষণাকে প্রচারের আকারে তুলে ধরা হচ্ছে পুলিশ সংগঠনের নামে, যা নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তোলে। বিজেপির আরও অভিযোগ, এই সংগঠন কার্যত শাসকদলের ঘনিষ্ঠ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। পূর্বে কমিশনের ফুল বেঞ্চে জমা দেওয়া বক্তব্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা উচিত এবং এর সব দপ্তর সিল করে দেওয়া প্রয়োজন।

ভোটকেন্দ্রে এবার বাড়তি সুবিধা, কড়া নজরে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের জন্য পরিকাঠামো ও সহায়তা আরও শক্তিশালী করতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মোট ২ লক্ষেরও বেশি ভোটকেন্দ্রে নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি বুথে পানীয় জল, ছাউনি-সহ অপেক্ষার জায়গা, জল-সহ শৌচাগার, পর্যাপ্ত আলো, প্রতিবন্ধী ভোটারদের জন্য উপযুক্ত ঢালু পথ এবং নির্দিষ্ট মানের ভোটদান কক্ষ রাখতে হবে। ভোটারদের সচেতনতা বাড়াতে চার ধরনের নির্দিষ্ট তথ্যপত্র টাঙানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেখানে ভোটকেন্দ্রের বিবরণ, প্রার্থীদের তালিকা, করণীয়-অকরণীয় এবং গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্রের তথ্য থাকবে।

ভোটের প্রচার ও জনসংযোগ যাদবপুরের প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই (এম) প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রবিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিকাশ। সময় বেশি নেই, রবিবার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন এই সিপিআই (এম) প্রার্থী। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগ করেন বিকাশ। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দেওয়াল লিখনও শুরু হয়েছে। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

ওয়েইসির দলের সঙ্গে হুমায়ুনের দলের জোট ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এআইএমআইএম সভাপতি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি রবিবার হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়াই করার ঘোষণা করলেন। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওয়াইসি বলেন, তিনি আগামী ২৫ মার্চ কলকাতায় হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। যদিও তিনি দুই দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগির নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

গত বছরের ডিসেম্বরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত নেতা হুমায়ুন কবীর নিজের রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করেন। হুমায়ুন কবীর নিজের দুটি স্থান অর্থাৎ রেজিনগর ও নওদা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। হুমায়ুন জানিয়েছেন, তাঁর দল রাজ্যজুড়ে ১৮২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। কৌশলের অংশ হিসেবে, হুমায়ুনের দল গুরুত্বপূর্ণ ভবানীপুর আসনে মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একজন মুসলিম প্রার্থী দেবে, যা নির্বাচনী লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।

ভোট প্রচারের আবহে মায়ের আশীর্বাদ নিতে কালীঘাটে মন্দিরে পুজো দিলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

চৈত্রে হঠাৎ ঠান্ডার অনুভূতি, একলাফে পারদ নামল ১৯ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চৈত্রের শুরুতেই আবহাওয়ার নাটকীয় বদল। কয়েক দিন আগেও যেখানে তাপমাত্রা ছিল গরমের ইঙ্গিতবাহী, সেখানে হঠাৎই প্রবল বৃষ্টিতে পারদ নেমে এসেছে একলাফে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ৪.৪ ডিগ্রি কম। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ১১ ডিগ্রি কম। ফলে গরমের বদলে ফিরেছে হালকা শীতের আমেজ। আবহাওয়াবিদদের ব্যাখ্যায়, উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা এবং তার সঙ্গে যুক্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যের উপর তৈরি হয়েছে অস্থির বায়ুমণ্ডল। এর সঙ্গে বঙ্গোপসাগর থেকে আসা আর্দ্র বাতাস মিশে তৈরি করছে ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি। তাঁদের কথায়, বায়ুমণ্ডলের এই বিন্যাসের ফলে আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির প্রবণতা বজায় থাকবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হলেও আজ সোমবারের পর থেকে সমুদ্রের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রবিবার থেকে দমকা হাওয়া ও বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত জঙ্গলমহল ও উপকূলবর্তী এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ার দাপট বেশি হতে পারে। সপ্তাহের মাঝামাঝি কিছুটা বিরতি মিললেও, শুক্রবার ফের বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গেও ঝড়বৃষ্টির দাপট আগের চেয়ে কম। তবে এখনও সতর্কতা জারি রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং,

আলিপুরদুয়ারে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা রয়েছে। কোচবিহারে ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে মঙ্গলবার পর্যন্ত। এ ছাড়া, মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরেও সতর্কতা রয়েছে। আপাতত উত্তরবঙ্গের কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলতে পারে সারা সপ্তাহ জুড়েই। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে প্রায় ২০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রাও ছিল উচ্চ। সব মিলিয়ে, চৈত্রের শুরুতেই আবহাওয়া কার্যত বদলে দিয়েছে রাজ্যের দৈনন্দিন ছন্দ।

বিদায় নেওয়ার আগে শেষ কামড় দিতে চাইছে তৃণমূল: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার সন্ধেতে বরানগরে বিজেপির কার্যালয়ের সামনে লাগানো নির্বাচনী ব্যানার ও ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। রবিবার সকালে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের ইছাপুর আনন্দমঠ অঞ্চলে প্রচারে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বিদায়ের আগে শেষ কামড় দিতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে আরও সক্রিয় হতে হবে। তাঁর দাবি, বাংলায় সরকারি কাঠামো পুরো ভেঙে পড়েছে। সর্বত্র তোলাবাজি চলছে। প্রসঙ্গত, অপমানে তৃণমূল ছেড়েছেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসু। শনিবার

সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, মঞ্জু বসু-সহ তৃণমূলের অনেকেই বলেছেন টাকা ছাড়া টিকিট মেলে না। তবে তৃণমূল মঞ্জু বসুর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। মমতা ব্যানার্জি ওনাকে অপমান করেছেন। ইছাপুর আনন্দমঠ এলাকায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে তিনি বলেন, মানুষের ভীষণ সাড়া মিলছে। এতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বাংলায় পরিবর্তন নিশ্চিত। পাশাপাশি নোয়াপাড়ায় পরিবর্তন হবেই। তাঁর আশা, নোয়াপাড়ায় তিনি বড় মার্জিনে জয়লাভ করবেন।

রাজারহাট-গোপালপুরে প্রচার অদিতি মুন্সির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: রবিবার রাজারহাট-গোপালপুরে প্রচার করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অদিতি মুন্সি। স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন তিনি এলাকায় জনসংযোগ ও প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রচারকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। এদিনের প্রচারে আদিবাসী নৃত্য, ঢাক-ঢোল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রার্থীকে স্বাগত জানান দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন অদিতি মুন্সি এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথাও শোনেন তিনি। প্রচারের ফাঁকে অদিতি মুন্সি জানান, তিনি কোনও সমালোচনায় কান দেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য কাজ করা। তিনি বলেন, রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায় আরও উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে এবং মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

কলকাতার ভোট ১৯৮৪ থেকে ২০২১ পালাবদলের টাইমলাইন, এবার কোন মোড়ে শহর?

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতার নির্বাচনী ইতিহাস বুঝতে হলে কয়েকটি নির্দিষ্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই দেখতে হয়; কারণ এই শহর বারবার রাজ্যের রাজনৈতিক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রথম বড় ধাক্কা আসে ১৯৮৪ সালে। সেই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রায় ১৯ হাজার ভোটে পরাজিত করেন। তখন সারা রাজ্যে বামফ্রন্ট অপ্রতিদ্বন্দ্বী; সেই প্রেক্ষাপটে এই ফল ছিল ব্যতিক্রমী এবং প্রতীকী। এরপর ১৯৯০-এর দশক জুড়ে কলকাতায় বামেদের সংগঠন অটুট থাকলেও, শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ জমতে শুরু করে; বিশেষত শিল্পহীনতা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পর এই অসন্তোষ রাজনৈতিক রূপ পায়।

২০০১ ও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার বেশ কিছু কেন্দ্রে ভোটের ব্যবধান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। যেমন দক্ষিণ কলকাতার একাধিক আসনে বাম প্রার্থীরা জিতলেও ব্যবধান নেমে আসে কয়েক হাজারে; যা আগের দশকের তুলনায় বড় পরিবর্তন।

পালাবদলের নির্দিষ্ট বাঁক আসে ২০১১ সালে। সেই নির্বাচনে কলকাতা জেলার অধিকাংশ আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়। বিশেষ করে ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গী; এই সব শহুরে কেন্দ্রে বামেদের দীর্ঘ দখল ভেঙে যায়। একইসঙ্গে কলকাতা পুরসভাতেও তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণ শক্ত হয়, যা শহরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে বড় পরিবর্তন আনে।

২০১৬ সালে এই প্রবণতা আরও মজবুত হয়; তৃণমূল শহরে প্রভাব ধরে রাখে, যদিও কয়েকটি কেন্দ্রে বিরোধীরা ভোট শেয়ার বাড়াতে শুরু করে। নতুন সমীকরণ তৈরি হয় ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর। বিজেপি কলকাতা শহরে সরাসরি আসন না জিতলেও, উত্তর ও পূর্ব কলকাতার বেশ কিছু বিধানসভা সেগমেন্টে তাদের ভোট শতাংশ ৩০-৪০ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলে। এর ফলে ত্রিমুখী লড়াই বাস্তব হয়ে ওঠে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন এই প্রবণতাকে আরও স্পষ্ট করে। তৃণমূল শহরের বেশিরভাগ আসন ধরে রাখলেও, বহু কেন্দ্রে জয়-পরাজয়ের ব্যবধান কমে আসে। বিশেষ করে শহরতলি সংলগ্ন অঞ্চলে বিজেপির ভোট বৃদ্ধি এবং বাম-কংগ্রেস জোটের উপস্থিতি; এই তিনমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলকাতার ভোটকে নতুন জটিলতায় নিয়ে যায়। কলকাতার ভোটের এই চার দশকের ইতিহাসে তিনটি বিষয় স্পষ্ট;

প্রথমত, কোনও রাজনৈতিক শক্তির আধিপত্য স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ত, শহুরে ভোটাররা দ্রুত ইস্যু বদলান;শিল্প, কর্মসংস্থান, নাগরিক পরিষেবা, জাতীয় রাজনীতি; সবই প্রভাব ফেলে। তৃতীয়ত, ভোটের ব্যবধান ক্রমশ কমেছে, ফলে প্রতিটি নির্বাচন এখন অনিশ্চয়তায় ভরা। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন নির্বাচন শুধু নিয়মমাফিক ভোট নয়; এটি ১৯৮৪-র 'অঘটন', ২০১১-র 'পালাবদল' এবং ২০১৯-পরবর্তী 'নতুন সমীকরণ'-এর ধারাবাহিকতার পরবর্তী ধাপ। প্রশ্ন একটাই; কলকাতা কি আবারও কোনও অপ্রত্যাশিত মোড় নেবে, নাকি গত দশকের ধারাই বজায় থাকবে? ইতিহাস বলছে, এই শহরকে আগে থেকে পড়া সহজ নয়।

সম্পাদকীয়

আরজি করে ফের রহস্যমৃত্যু, অভয়ার মৃত্যুর রিপ্লেই চলছে

ফের শিরোনামে আরজি কর। ফের রহস্যমৃত্যু। ফের একটা মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা। সবই কেমন মিলে যাচ্ছে। সর্বশেষ ঘটনা। আরজি করে ফের রহস্যমৃত্যু এক যুবকের। যা নিয়ে ফের উত্তাল ভোটমুখী রাজ্য। প্রাথমিক ভাবে একে লিফট থেকে দুর্ঘটনা বলে চালানোর চেষ্টা হলেও আদতে বিষয়টা যে তা নয়, সেটা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। মৃতের পরিবারের তরফে এরই মধ্যে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরীক্ষা করেছে ফরেনসিক দল। নমুনা সংগ্রহ করেছে। সবমিলিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে এরই মধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বেশিরভাগই লিফটম্যান বা নিরাপত্তারক্ষী। এখন প্রশ্ন হল, ঘটনার নেপথ্যে কী শুধুই কর্তব্যে অবহেলা না অন্য কোনও খেলা, উঠছে প্রশ্ন। বিশেষ করে ঘটনাস্থল যখন আরজি কর হাসপাতাল, তখন কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই তো বেশিদিনের কথা নয়, কর্তব্যরত এক তরুণী চিকিৎসককে তাঁর কর্মস্থল ওই হাসপাতালের এক ওয়ার্ডের মধ্যেই মধ্যরাতে ধর্ষণ করে খুন করা হল। গোটা ঘটনায় একজন দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন সাজা খাটছে। কিন্তু তারপরও সন্দেহ কাটছে না। একটা সরকারি হাসপাতালে গভীর রাতে একজন ঢুকল, বিনা বাধায় সে ওয়ার্ড অবধি পৌঁছে গেল, তারপর একজন মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করে আবার বিনা বাধায় বেরিয়ে গেল। এটা রাজ্যের একটি অন্যতম সেরা সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তার ছবি! যেটা আবার শহর কলকাতায়। ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য। উঠেছিল অনেক দাবি। চাপের মুখে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে কত কথাই না বলা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে, তবে সে সবই ফাঁকা বুলি তা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রমাণিত হল। বোঝা গেল সরকারি হাসপাতালগুলি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এটা যদি নিছক দুর্ঘটনাই হয়, তাহলে তো তা আরও গুরুতর বিষয়। কেন গাফিলতি। কাদের গাফিলতি, কে দেবে এর জবাব? কয়েকজন লিফটম্যান, আর নিরাপত্তারক্ষীকে সামনে রেখে কাদের আড়াল করা হচ্ছে। সবটা দেখেশুনে সেই অভয়ার মৃত্যুর ঘটনার রিপ্লেই চলছে।

শব্দছক ১০৭

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. বহুরূপী ২. ব্যবস্থাপনা ৪. জেলখানা ৬. সংশোধন ৮. মনমতো ১০. রাত্রি ১১. বক্তা ১২. বাতাসদেওয়া ১৪. বাবা ১৬. বাদ্য ১৭. হেরে যাওয়া ১৯. শ্বাস ২০. অনর্গল কথা বলা ২১. জীবিত
ওপর-নিচ: ১. বেতনসহ ২. আয়েশ ৩. জনসাধারণের চলাপথ ৪. কামনাকারী ৫. ধাঁধা ৭. রক্ত-ফোঁটায় যে অসুরের জন্ম ৯. চালবাজ ১৩. আড়াল ১৫. পয়া ১৬. মহিলার মহিলা বান্ধবী ১৭. মেডেল ১৮. দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র

সমাধান ১০৭ — পাশাপাশি: ১. প্রকাশ ৩. মমতা ৫. রঞ্জিত ৬. লব ৮. নরম ১০. বিভা ১২. সরোবরস্থ ১৪. দানববধ ১৬. রাম ১৭. পাকাল ১৯. নক্র ২১. মরদ ২২. মলয় ২৩. পতঙ্গ
ওপর-নিচ : ১. প্রদান ২. শরম ৩. মতবিরোধ ৪. তাল ৭. বহিস্থ ৯. বদন ১১. ভাব ১২. সবসময় ১৩. রজক ১৪. দাদন ১৫. ধরা ১৭. পাদপ ১৮. লবঙ্গ ২০. ক্রম

আজকের দিন

- **১৯৫৬** — পাকিস্তান বিশ্বের প্রথম ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়।
- **১৯৬৫** — নাসা জেমিনি ৩ নামে গাস গ্রিসম এবং জন ইয়ংকে নিয়ে মহাকাশ অভিযান করে।
- **২০২০** — মহামারীর কারণে ভারতে দেশব্যাপী লকডাউন শুরু।

জন্মদিন

১৯১৬ *বিশিষ্ট বামনেতা হরকিষেণ সিং সুরজিৎয়ের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ স্মৃতি ইরানির জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতের জন্মদিন।*

হরকিষেণ সিং সুরজিৎ

বাংলা কি পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

'অতি দর্পে হত লঙ্কা'। ব্রিগেডে (১৪ ফেব্রুয়ারী) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে কথা বলে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন , ১৫ বছর আগে ঠিক একইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিলো। যখন কোনো রাষ্ট্র বা দেশের রাজা অহংকারী হয়ে ওঠে, তখন তার পতন নিশ্চিত। ইতিহাসে এর ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ আছে। আর দর্প, অহংকার থেকে জন্ম নেয় একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র জন্ম দেয় দুর্নীতির। আর দুর্নীতি যখন তার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের মুখের ভাষায় থাকেনা শালীনতা । তৈরী হয় একধরনের ভয়ের আবহ, যেখানে মূর্খরা করে শাসন, আর জ্ঞানীজনরা নীরব দর্শক।

২০১১ নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসন, শেষ দিকে অপশাসনের ফলে শেষ হয়। আসে মমতা ব্যানার্জির তৈরী তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। তৃণমূল কংগ্রেস যে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত পছন্দ ছিলো, তা কিন্তু নয় । সাধারণ মানুষ তখন পরিবর্তন চেয়েছিলো , সামনে সংগঠিত বিরোধী দল ছিলোনা। ছিলো জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গেই তৈরী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস । জাতীয় কংগ্রেসের একটা বড় অংশ তখন মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের তখন মেরুদণ্ড ভাঙ্গা অবস্থা । বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে । কংগ্রেসের সাংগঠনিক ক্ষমতা তলানিতে ! তাই রাজ্যের সাধারণ মানুষ একটি বিকল্প সরকারের খোঁজে। তখন পশ্চিম বঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির তেমন প্রতিপত্তি ছিলো না। তাই বাংলার মানুষ অনিচ্ছা সত্বেও সেবছর নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জীকে ভোট দিয়ে তার দল তৃণমূল কংগ্রেসকে জিতিয়েছেন। একটাই প্রধান কারণ, পরিবর্তন চেয়েছিলো বাংলার মানুষ । পরিবর্তনের প্রথম পাঁচ বছর ভালোই ছিলো। গত চৌত্রিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যা করতে পারেননি , তার অন্যতম শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের মাস পয়লা বেতনের ব্যবস্থা। এরজন্য বহু আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু তাও শিক্ষকদের বেতন মাসের ১৫ তারিখের আগে কখনো হতোনা। কখনো বা মাসের শেষ সপ্তাহে বেতন দেওয়া হতো। অথচ মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেই মাস পয়লা বেতনের ব্যবস্থা করেছেন। তবে বামফ্রন্ট সরকারও প্রথম দিকে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের স্বার্থে ভালো কাজ করেছেন। চাষীদের জমির মালিকানা দেওয়া, শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতনের ব্যবস্থা করা, স্কুলের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠন করা ইত্যাদি। আবার এই স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমেই বর্তমান সরকার দুর্নীতির পাকে নিমজ্জিত। সাধারণ মানুষ যখন বামফ্রন্ট সরকারের ক্যাডারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তখন সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। আবার এবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে । অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আবার পরিবর্তন চাইছে।

এবারের নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিক্ হলো ' নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন '। এটা নির্বাচন কমিশনের একটি রুটিন প্রক্রিয়া, যাতে করে কয়েকবছর পরপর মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং নতুন ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা। কিন্তু এবারের এই ভোটার তালিকা সংশোধন করতে গিয়ে যেসব ঘটনা দেখা গেছে, তা সত্যি বলতে অভাবনীয়। ২০০২ সালের পর ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন করা হয়নি। তাই এবার নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের আগে শুরু করেছে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন। প্রথমে বিহার দিয়ে শুরু হয়। বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন করার পর ঐ রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরপর আসাম, কেরল, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরী এবং পশ্চিম বঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই রাজ্য গুলিতেও নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন করে ভোট হচ্ছে। তবে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে শুধু পশ্চিম বঙ্গে অতিবিপ্লবী কিছু মানুষ শোরগোল পাকাচ্ছে। অন্য রাজ্যে এর আঁচ টুকু পর্যন্ত পরেনি। ক্ষমতা বা পদ কোনোদিন চিরস্থায়ী নয়, ইতিহাস তাই বলে। আবার আমাদের মতো বিশাল এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ মানুষ তাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। কিন্তু দেখা যায় যার একটা বা দুটো টার্ম ক্ষমতায় থাকে, তারা আর ক্ষমতা ছাড়তে চায়না। তখন তারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ক্ষমতা দখলে রাখার চেষ্টা করে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা কথা খুব প্রচলিত ছিলো , ত্সাইন্টিফিক রিগিংদ। অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা। বামফ্রন্টের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারে মানুষ ছিলো অতিষ্ঠ। তারপর তাদের একসময় চলে যেতে হলো। সাইন্টিফিক রিগিং আর কাজ করলো না। জন জাগরণে ৩৪ বছরের ক্ষমতার অবসান হয়েছিল । সেই পরিবর্তন এসেছিলো তখনকার অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে। মমতা ব্যানার্জীর সিঙ্গুর এবং নন্দিগ্রাম আন্দোলন, টাটাদের ন্যানো গাড়ি কারখানা বন্ধ করে গুজরাটে চলে গেলো। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলায় আর কোনো শিল্প কলকারখানা আসেনি। বাংলার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে গেলো। তৃণমূল সরকার সরকার গঠন করার পর প্রথম পাঁচ বছর মোটামুটি ভালোই ছিলো। কিন্তু তারপর তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক মন্ত্রী, নেতা সারদা, নারদা কান্ডে জেলে গেলো। তারপর কামদুনি থেকে আর জি করের পড়ুয়া ছাত্রীর কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে খুন বাংলার মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। হাজার হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সারা বাংলা জুড়ে পথে নেমে রাত দখল আন্দোলনে সামিল হয়। তারপর কয়লা চুরি, গরু পাচার কান্ডেও শাসক দলের অনেকে জড়িয়ে পরে। সবচেয়ে বড় যে দুর্নীতি, তা ছিলো শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির দায়ে বহু নেতা মন্ত্রী জড়িয়ে পরে, জেলেও যায় অনেকে। কোটি কোটি টাকার হদিস মেলে ইডি, সিবিআই তদন্তে। টিভি, সংবাদমাধ্যম মারফত সাধারণ মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলা হাইকোর্ট হয়ে সুপ্রীম কোর্টে যায়। সুপ্রীম কোর্টের ২৫,৭৫২ জন কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি চলে যায়। বাংলার হাজার হাজার পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়।

তাই আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে ২০১১ সালের মতো বাংলার মানুষ আবার পরিবর্তনের পক্ষে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানা যাচ্ছে। এর উত্তর পাওয়া যাবে আগামী চৌঠা মে।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের অভিনবত্ব বাঙালি পাঠকের কাছে আজও এক বড় ট্রমা!

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভিনবত্বই নির্মাণকে সৃষ্টি করে তোলে। সেক্ষেত্রে তার বনেদিয়ানা ষোল আনা। অথচ সেই অভিনবত্ব সব সময় যথার্থ মূল্য পায় না। সেদিক থেকে শিল্প-সাহিত্যে অভিনবত্ব সবসময় স্বাগত হলেও তার স্থায়িত্বের জিয়নকাঠিটির হদিশ সহজে মেলে না। ফলে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকই অভিনব সৃষ্টিকর্ম উপহার দিয়েও রসিকের আসরের আসনটি পাকা করতে পারেন না। তাতে অবশ্য সেই শিল্পী-সাহিত্যিকের কোনোকিছু যায় আসে না বললেও অনেককিছুই আসে এবং যায়। তাতে যেমন সেই অভিনব স্রষ্টার সৃষ্টিচেতনায় অবসাদ নেমে আসে, তেমনই রসিকজনের দরবারের অপরিচিতির ছায়াটি সুদীর্ঘ হতে থাকে। আবার যখন কোনো সহৃদয় রসিকজনের মনে হয়, সেই স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা মানেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে নিজেদেরই উপেক্ষা করে রাখার সামিল, তখনও কিন্তু সেই রসিকের কথায় চিঁড়ে ভিজে না। তা নাহলে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-১৯৭৯) কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) মতো কথাসাহিত্যিককে 'লেখকদের লেখক' বলে তকমা সেঁটেও পাঠকের খাসমহলের চৌহদ্দীতে আনা যায়নি। এই ধরনের ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকেরা জীবিতকালেও যেমন জনপ্রিয়তা পান না, মৃত্যুর পরপারেও অপাঠ্য হয়ে থাকেন। এঁদেরই স্বগোত্র গঙ্গাবিভাজিত উত্তরের কৃতী সন্তান তথা উপেক্ষিত কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৮/০৩/১৯১৮-০৮/০৭/২০০১)। অন্য দু'জনের চেয়ে তিনি অনেক বেশি বঞ্চিত। তিনি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘজীবনে বেশি পরিমাণে অভিনব কথাসাহিত্যের জোগান দিয়েও উপেক্ষার শিকার হয়ে রয়েছেন। বহু সমালোচকের দ্বারা নন্দিত হয়েও তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠকসমাদর লাভ করেনি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা যায়। এমনকি, মৃত্যুর সাত বছর পার না হতেই তিনি যেন বিস্মৃত লেখক হয়ে গিয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুদিনেও তাঁকে সেভাবে স্মরণ করা হয় না।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ একজন সুস্পষ্ট ব্যতিক্রমী কথাকার। তিনি আর পাঁচজন, সাহিত্যিকের মতো গতানুগতিক পথে কারও উত্তরসূরি হয়ে ওঠেননি। তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যেই তাঁর স্বতন্ত্রতার বীজটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও সামন্ততান্ত্রিক দাপুটে পরিবারে। অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্রের অবশিষ্টের প্রতিভু কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্ষীয়মাণ সামন্ততান্ত্রিক বংশগৌরবের অভিজাত্যময় পরিবারে অমিয়ভূষণের আবির্ভাব হয়েছিল। নিজেকে ফিউডাল বলতেও দ্বিধা করতেন না। তিনি অকপটে বলতেন, 'আমার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত ফিউডাল।' অথচ সেজন্য তিনি তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন না। তাঁর মা তাঁকে সে পথ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন । তাঁর জন্ম কোচবিহার শহরে হলেও তাঁদের নিবাস ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলার সারাথানার পদ্মানদীর ধারে। এই পদ্মার প্রতি অমিয়ভূষণের আলাদা অনুভূতি ছিল। তিনি বলেছেন, 'যে দেশে পদ্মা প্রবাহিত হয় সেটিই আমার দেশ।' অন্যদিকে যেখানে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছেন সেই কোচবিহারের রাজপরিবার এবং রাজকার্যের প্রতি তাঁর অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল। কোচবিহার তাঁর আমৃত্যু অনুভবে 'রূপবতী নগরী' হয়ে জেগে ছিল। এমনকি, জীবনের অন্তিম পর্যায়েও আনন্দনগরী কলকাতাতে তাঁর অস্বস্তি মনে হত। তাঁর বাবা ছিলেন অনন্তভূষণ মজুমদার এবং মা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অনন্তভূষণের জীবনের টুকরো ঘটনাক্রমের মধ্যেই তাঁর সামন্ততান্ত্রিক বংশধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা

১৯৪৬ সাল। তখন মুসলিম লিগের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে অনন্তভূষণ তাঁর জমির লঙ্কা ও বেগুন গরুতে খেয়ে নষ্ট করে ফেলায় গরুর মালিককে মুসলমান চাকরকে দিয়ে বৈঠকখানায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জুতোপেটা করেছিলেন। সেই দাম্ভিক অনন্তভূষণের বড় ছেলেই অমিয়ভূষণ। তাঁদের একটি নীলকুঠি ছিল। সেই নীলকুঠির কালো ছায়া থেকে ছেলেকে মানুষ করার জন্য জ্যোতিরিন্দু দেবী কোচবিহারে চলে আসেন। অমিয়ভূষণের দিদিমা কুমুদিনী চৌধুরী ছিলেন কোচবিহারের রাজমহিষী তথা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতা দেবীর বান্ধবী। দু'জনেই কলকাতার কলুটোলার সংস্কৃতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। কুমুদিনীর জন্যই অভিয়ভূষাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আবহ কেটে গিয়েছিল। এই দিদিমাকে অমিয়ভূষণ 'কালোদি' (আদতে তিনি ছিলেন রূপসী এবং জা'য়ের গায়ের কালো রং নিজের নামে মেখে স্বেচ্ছায় কালোদি হয়েছিলেন) বলে প্রথম বইটি উৎসর্গ করেছেন। কোচবিহারেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়।

অমিয়ভূষণের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যমে। ফলে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ ছিল না। মা-দিদিমাদের মুখেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের গল্প শুনেই দেশীয় সাহিত্যের স্বাদ পেতেন। এছাড়া কৈশোরে তাঁর পড়ার মধ্যে ছিল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা ও গান। তবে সেগুলির অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য ছিল বলেই পড়েছিলেন। আর যা কিছু তিনি সব ইংরেজিতে পড়েছেন। তিনি জেনকিন্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স গ্রাজুয়েট (১৯৩৯) হন। রেজাল্ট বের হাওয়ার আগেই অমিয়ভূষণের ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের চাকরিজীবন শুরু হয়ে যায়। বি. এ পড়তে পড়তেই তাঁর সাহিত্যজীবনও শুরু হয়েছিল। কর্মজীবনে সেই সাহিতচর্চা নিবিড় হয়ে ওঠে। তবে তিনি সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যসৃষ্টিকে এক মনে করতেন না। সেজন্য বলা যায় ডাক ও তার বিভাগের কর্মজীবনে তাঁর সাহিত্যচর্চা সাহিত্যসৃষ্টির পথে এগিয়ে চলে। যৌবনে বাঙালিসুলভ প্রেমের সন্ধান না পাওয়া গেলেও অমিয়ভূষণের লেখালেখির সূচনার কথা জানা যায়। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বাংলা শিক্ষক ঊষাকুমার দাসের উৎসাহে অমিয়ভূষণ কবিতাতেও হাত পাকিয়েছেন, কলেজ ম্যাগাজিনেও লিখেছেন। তিনি কবিতায় হাত পাকালেও গল্পলেখার জগতে কেন এলেন, তার সদুত্তর মেলাতে অসুবিধা হয় না। তিনি মনে করতেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। আর কারও পক্ষে সে পথ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তাঁর মতে উপন্যাস তো গদ্যে লেখা মহাকাব্য। সেজন্য তিনি সেই মহাকাব্যের জগতে সচেতনভাবে এগিয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখাটি উপন্যাস নয়, একটি একাঙ্ক নাটক 'দ্য গড্ অন মাউন্ট সিনাই'। সেটি 'মন্দিরা' পত্রিকায় ১৯৪৩-৪৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির নামে একটি গল্প লেখার কথা জানা গেলেও তার হদিস মেলে না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা লেখা একটি গল্প 'প্রমীলার বিয়ে'। এটি ১৯৪৫-এ 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো সাহিত্যকীর্তি 'গড় শ্রীখণ্ড'। এই উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ১৩৬০ এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯৫৭-এর মার্চে নাভানা থেকে বই আকারে বের হয়। কিন্তু তার আগেই ১৯৫৫-এর জানুয়ারিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলভূঁইয়া' একই প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল। এই উপন্যাসটি হুমায়ূন কবিরের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসটিকেই আবার সংশোধন ও সংযোজন করে ভারবি থেকে 'নয়নতারা' (আগস্ট ১৯৬৬) নামে বের করেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি সুধী পাঠকমহলে সাড়া ফেললেও তাঁর প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে পারেনি। অথচ অমিয়ভূষণ তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি সম্পর্কে আজীবন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর শ্বশুরের 'উপন্যাসটি ইংরেজিতে লেখা হলে নোবেল পেত' অভিমতটি সগর্বে বলতেন।

অমিয়ভূষণের সাহিত্যচর্চায় যেমন তাঁর মা-দিদিমার ভূমিকা ছিল, সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রী গৌরীরও তেমন প্রভাব ছিল। বলতে গেলে তিনিই তার স্বামীকে সাহিত্যিক করে তুলেছেন। কর্মসূত্রে পাবনা, দার্জিলিং, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় নিঃসঙ্গ অমিয়ভূষণের একমাত্র মর্মসহচরী ছিল তাঁর গৌরী। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ জীবনের একাকিত্বে মোড়া বন্দিজীবনের একঘেঁয়েমির অবসাদ থেকে মুক্তির সোপান হিসাবে সাহিত্যসৃষ্টির খেলায় গৌরীদেবীই পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি রোজ রাত্রে লক্ষ করতেন তাঁর স্বামী হাবিজাবি লিখে ফুলস্কেপ কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন। আসলে অমিয়ভূষণ তখন মনের ভাষা হাতে আনায় চেষ্টারত। এভাবে প্রতিদিন কাগজ ছিঁড়ে ফেলানোকে গৌরীদেবীর অপচয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিনি একদিন স্বামীকে লেখা প্রকাশের হদিস দেন। তখন অমিয়ভূষণের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মতো। গৌরীদেবীর পরামর্শে অমিয়ভূষণের প্রথম গল্প 'প্রমীলার বিয়ে' 'পূর্ব্বাশা'য় প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীদেবীই অমিয়ভূষণকে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। তাঁর ধারণা ছিল বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো লেখক নেই। সেজন্য স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি বাহান্ন বছর বয়সে শরৎচন্দ্র পড়েন। তবে শরৎচন্দ্রের 'পাতি বুর্জুয়া সুলভ সেন্টিমেন্টালিটি'কে সহ্য করলে তাঁর মতে তিনি বাংলা উপন্যাসের সেরা শিল্পী। আর শরৎচন্দ্রের পরের সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অমিয়ভূষণের শ্রদ্ধা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের কোনো প্রভাব তাঁর সাহিত্যে না পড়ার একটা কারণও তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাহীনতা। এই শ্রদ্ধাহীনতার কথা তিনি অপকটে বলতেন। আসলে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফলে তাঁর স্পষ্ট কথায় অনেক মান্য সাহিত্যিক ও অনুরাগীদের কাছে তাঁকে অপ্রিয় হতে হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অথচ তাঁর স্পষ্টতায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। তিনি প্রকাশের ক্ষেত্রে মন আর মুখকে পৃথক করেননি। তিনি যেভাবে একের পর এক সৃষ্টিকর্মে নিজের পরীক্ষানিরীক্ষা করে গিয়েছেন, তার প্রতিটিই অন্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। তাঁর মনের গড়নটিই তৈরি হয়েছিল বিদেশি ছাঁচে। তিনি ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছিলেন। বাডেন ব্রুকস, সিনক্লিয়ার, শেকসপিয়ার, টমাস হার্ডি, টমাস মান প্রমুখের লেখা পড়েছেন। আর যাঁর মন রাশিয়ান, ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ইটালিয়ান (ইংরেজি অনুবাদে) এবং বহু ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যে অবাধে বিচরণ করত, তাঁর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি হীনমন্যতা প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হীনমন্যতা যখন অশ্রদ্ধাবোধের জন্ম দেয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অথচ আমরা তাঁর অভিমতের গরলে বিমুখ হলাম কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অমৃতে বিমুগ্ধ হলাম না। তাই তিনি সময়ান্তরেও উপেক্ষিত হয়ে রইলেন।

অমিয়ভূষণের সৃষ্টিসম্ভারটি আকারে-প্রকারে সমৃদ্ধ। তাঁর বহুমুখী শিল্পীপ্রতিভার মিশ্রণে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞই শুধু ছিলেন না, গানও লিখতেন। আবার ছবিও আঁকতেন। তাঁর ইতিহাসবোধও প্রখর ছিল। এসবই তাঁর গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। 'গড় শ্রীখণ্ড'-এর পর তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯), 'নির্বাস' (১৯৫৯), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৩৮১), 'রাজনগর' (১৩৯১), 'মধু সাধু খাঁ (১৯৮৮), 'ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর' (১৯৮৮), 'বিবিকা' (১৯৮৯), 'চাঁদ বেনে' (১৪০০), 'বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী' (১৯৯৭) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২), 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫), 'শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৮৬), 'এই অরণ্য এই নদী এই দেশ' (১৩৯৫), 'গল্পসমগ্র-১' (১৪০১), 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য' (২০০০) প্রভৃতি গল্পের বই এবং একটি প্রবন্ধ সংকলন 'লিখনে কী ঘটে' (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর নয়টিরও বেশি উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোটগল্প ও কিছু নাটক আজও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। অথচ তাঁর শেষ উপন্যাস বলে প্রচলিত 'অতি বিরল প্রজাপতি' উপন্যাসটিতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। যশস্বী কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত উপন্যাসটিকে 'কপালকুণ্ডলা', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'অন্তর্জলীযাত্রা' এবং 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর পাশে স্থান দিয়েছেন। এর ফলে প্রমাণ হয়, অমিয়ভূষণের শিল্পীপ্রতিভা শেষপর্যন্ত অম্লান ছিল। অথচ উপন্যাসটি বই আকারে বের হয়নি। তিনি 'ট্রমা'র প্রতিকারহীন অশেষ বাধার হাত থেকে মুক্তির জন্য লেখনী ধরেছিলেন। অথচ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যভূমিটি আজও ফসলশূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁর অভিনব সাহিত্যভঙ্গিটি আজও কারও করায়ত্ত হল না। তার চেয়েও খারাপ লাগে, যখন ভাবি, অভিনব কথাশিল্পীকে অভিনব কায়দার কোচবিহারের অমিয়ভূষণ এবং অমিয়ভূষণের কোচবিহারকে সমার্থক করে রাখার নীরব কৌশলের কথা। তা না হলে শুধুমাত্র 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি (১৯৮৫) এবং বঙ্কিম পুরস্কারে (১৯৮৬) সম্মানিত করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না। তাই অমিয়ভূষণের অভিনবত্ব আজও বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্বের সমার্থক হতে পারল না। সেটাও বাংলার সুধী পাঠকসমাজের কাছে কম বড় 'ট্রমা' নয়!

ঋণ: সাহিত্য ও সাহিত্যিক উপেক্ষার অন্তরালে, স্বপনকুমার মণ্ডল

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ১০৯

'হযবরল' (Hajabarala) শব্দটি সুকুমার রায়ের বিখ্যাত শিশুতোষ সাহিত্য ও তার বইয়ের নাম, যা এলোমেলো বা বিশৃঙ্খল অবস্থাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটির মূল হলো বাংলা বর্ণমালার হ, য, ব, র, ল;এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণের একটি এলোমেলো বা অর্থহীন ক্রম, যা চরম অসংলগ্ন বা 'ননসেন্স' পরিস্থিতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: ইদ উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই সামশেরগঞ্জে ঘটে গেল মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। গ্রামীণ রাস্তায় চার চাকা গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচ শিশুকে ধাক্কা মারল চার চাকা গাড়ির চালক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল দুই শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও তিন শিশু। রবিবার বিকেলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিঘরি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই দুই শিশুর নাম আহিল আক্তার (৬) এবং সমীর শেখ (৯)। তাদের মধ্যে সমীরের বাড়ি দিঘরি এবং আহিলের বাড়ি ঘনশ্যামপুর গ্রামে। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, ঘাতক গাড়িটি আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বিকেলে কয়েকজন যুবক একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির ড্রাইভার সিটে বসে গাড়ি চালানো শিখছিলেন এক যুবক। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খেলতে থাকা কয়েকজন শিশুকে সজোরে ধাক্কা মারে। তারা দোকানে পাশেই বসেছিল। ধাক্কার ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয় এবং স্থানীয় মানুষজন দ্রুত ছুটে এসে আহত শিশুদের উদ্ধার করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় অনুপনগর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা আহিল আক্তারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত বাকি চার শিশুর চিকিৎসা শুরু হয়। যদিও তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে জঙ্গিপুর ও পরে বহরমপুরে রেফার করা হয়। যাওয়ার পথে পরক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হয় সমীর শেখ নামে অপর এক শিশুর। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ উত্তেজিত জনতাকে সামলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। তীব্র ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন এলাকাবাসী। ছোট্ট দুই শিশুর অকাল মৃত্যুর খবরে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং কীভাবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুই শিশুর মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভাতারে নির্বাচন ও রামনবমীকে সামনে রেখে পুলিশি তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও রামনবমী উৎসবকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা আরও জোরদার হল। সেই লক্ষ্যে ভাতার-সহ জেলার বিভিন্ন থানায় পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার ও সিনিয়র আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে জেলার প্রতিটি থানায় ধারাবাহিকভাবে ভিজিট করা হচ্ছে। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা এবং থানার পুলিশ বাহিনীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া। পাশাপাশি রামনবমী উপলক্ষে বিভিন্ন মিছিল, সভা ও অনুমতি প্রদানের প্রক্রিয়াও খতিয়ে দেখতে ভাতারে যান পূর্ব বর্ধমানের পুলিশ সুপার।

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনটি করে স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম এবং তিনটি করে ফ্লাইং স্কোয়াড টিম মোতায়েন করা হয়েছে। সিভিল প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পুলিশ এই নজরদারি চালাচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নাকা চেকিংও জোরদার করা হয়েছে। স্পর্শকাতর বুথে বিশেষ ব্যবস্থা অতীতের ঘটনার ভিত্তিতে কিছু বুথকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মন্তেশ্বর এলাকায় অতীতের উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে দুই কোম্পানি বাহিনী রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত রুট মার্চ ও সারপ্রাইজ চেকিং করা হচ্ছে। ভাতার এলাকায় বর্তমানে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, যারা স্থানীয় থানাকে সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি যেসব ভোটারদের 'ভালনারেবল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে থানার ও সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকদের ফোন নম্বর শেয়ার করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনে তারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। পুলিশ প্রশাসনের দাবি, কঠোর নজরদারি ও সুসংহত প্রস্তুতির মাধ্যমে এবারের নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন করা হবে।

বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠল দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ভোটের মুখে রাতের অন্ধকারে এলাকায় সোলার লাইট বসানোর কাজ করা হচ্ছিল। ঘটনাটি দুর্গাপুরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাড়েশ্বর গ্রামের বাউরি পাড়া এলাকায় মনসা মন্দিরের সামনে। শনিবার রাতে সেখানে সোলার লাইট বসানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এই খবর পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ, লক্ষ্মণ ঘড়ুই গত পাঁচ বছর এলাকায় বিজেপির বিধায়ক থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে তাকে তেমন দেখা যায়নি। অথচ ভোটের সময় নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে বিভিন্ন এলাকায় সোলার লাইট বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই কারণেই এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

মিনাখাঁয় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল মিনাখাঁয়। তৃণমূলের দেওয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দু'পক্ষের সংঘর্ষ। আহত তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে মিনাখাঁ বিধানসভার হাড়োয়া থানার মাখলা এলাকায়। মিনাখাঁ বিধানসভার তৃণমূলের প্রার্থী ঊষারানি মণ্ডলের হয়ে দেওয়াল লিখছিলেন তাঁর কর্মী, সমর্থকরা। অভিযোগ, তখনই তৃণমূলের অপর গোষ্ঠী এসে তাঁদের কে বাধা দেয়। তখনই দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা এবং হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। দু'পক্ষের সংঘর্ষে আহত হন তিনজন। তাঁদেরকে মিনাখাঁ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গুসকরায় শক্তি প্রদর্শন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদল হলেও লাল দুর্গ হিসাবে পরিচিত আউশগ্রাম বিধানসভা ছিল বামেদের দখলেই। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাম দুর্গের ফাটল ধরায় তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৬ এবং ২০২১ দুইবারই জয়লাভ করে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল। তবে বেশ কিছুদিন ধরে বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল বলে শোনা যায়। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার তৎকালীন পরিস্থিতির কথা আঁচ করতে পেরে দু'বারের জয়ী বিধায়ককে ছড়িয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহারকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপরই পুনরায় চাঙা হতে শুরু করে দলের কর্মীরা। তারই ফল দেখা গেল আউশগ্রাম বিধানসভার আউশগ্রাম এক ব্লকের গুসকরা-২ অঞ্চলের 'কৃষি সংলাপ' সভায়। রবিবার গুসকরা ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেয়াশা গ্রামে 'কৃষি সংলাপ' সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বিরোধীদের কপালে রীতিমতন চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তবে এই শক্তি প্রদর্শন কতটা ফলপ্রসু তা জানা যাবে ৪ মে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন।

বাঘের আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচলেন মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, শামশেরনগর: বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবী। সঙ্গীদের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল নিখিল মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তি। আশঙ্কা জনক অবস্থায় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সঙ্গীরা জানান, আক্রান্ত নিখিল মণ্ডলের বাড়ি সামশেরনগর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বড়িতলা জঙ্গলে। নিখিল মণ্ডল-সহ মোট ছয় জন কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে। গতকাল বিকেলে বরিতলা জঙ্গলে তাদের নৌকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। নৌকার উপরে থাকা নিখিল মণ্ডল-এর উপর আক্রমণ করে। তাঁকে নিয়েই নদীর জলে পড়ে বাঘ। সঙ্গীরা বাঁশ দিয়ে বাঘকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু নিদারুণ আহত হয় নিখিল মণ্ডল। তাঁকে নিয়ে তড়িঘড়ি তার সঙ্গীরা প্রথমে যোগেশগঞ্জ হাসপাতাল এবং সেখান থেকে গভীর রাতে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিখিল মণ্ডল বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাঁকড়া শিকারি সঙ্গী গোবিন্দ মণ্ডল জানান, 'বাঘটি দুটি বাচ্চা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। বাঘের বাচ্চা আমি প্রথম দেখায় বেশ উৎসুক হয়ে দেখছিলাম। বাঘটি হয়তো ভেবেছিল আমরা ওর বাচ্চা ধরতে এসেছি। তাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের নৌকায় আক্রমণ করে। লাফ দিয়ে নৌকার উপর থেকে নিখিলকে নিয়ে জলে পড়ে। আমরা বাঁশ, লাঠি দিয়ে বাঘের ঘাড়ে, মাথায় মারায় সে নিখিলকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে বাচ্চাদের নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। নিখিলের মাথায় ও মুখে গভীর ক্ষত হওয়াতে ওকে নিয়ে আমরা গ্রামে ফিরে আসি। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাঘের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারায় বনবিবিকে ধন্যবাদ জানাই।' নিখিল আশঙ্কাজনক হলেও প্রাণে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই চিকিৎসকদের দাবি।

নিরাপত্তা বাড়াতে বাহিনীর সহযোগিতায় গুসকরা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: গুসকরায় সাধারণ ভোটারদের মনোবল বাড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রুটমার্চে যোগ দেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোরদার পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে রুট মার্চ, বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সাধারণ ভোটারের মনোবল বাড়াতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে রুট মার্চে যোগ দেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। রবিবার গুসকরা শহরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে রুট মার্চ করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) অর্ক ব্যানার্জী-সহ ডিএসপি সুব্রত মণ্ডল, আইসি আউশগ্রাম শান্তনু বিশ্বাস, আউশগ্রাম এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিমান কর ও ওসি গুসকরা দীপঙ্কর বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে।

খৈতান ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : বজরং কুঞ্জ, রুম নং ৪১২ এবং ৪১৩, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৫মতল, কলকাতা- ৭০০০১২
যোগাযোগ : ৯৮৩১০৮৪৭৪৫/০৩৩-২২১১৮৮০০, ইমেল আইডি : cirp.kel@gmail.com

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং সংশ্লিষ্ট অধীনে বিধিনিয়ম অনুযায়ী নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত মতে সম্পত্তিসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে **"যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যেমন আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** বিক্রি করা হবে ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাট ফর্মের মাধ্যমে : https://ibbi.baanknet.com কোনও প্রতিনিধিত্ব, নিশ্চিন্ততা বা প্রতিশ্রুতি ব্যতীত।

উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০৪.২০২৬
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২০.০৪.২০২৬
পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ	০৬.০৪.২০২৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত)
ই-নিলামের তারিখ	২৩.০৪.২০২৬ সকাল ১১ টা - বেলা ১ টা (সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)	নিলামের দিন নিলামের সময়
১.	দায়মুক্ত জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ২০.৫২ একর, মৌজা : সাঙ্গুর, পঞ্চায়েত : প্রতাপনগর, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	৪,৮৯,২৯,৩১০ টাকা	৪৮,৯২,৯০০ টাকা	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা (সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত)

১. সম্পত্তির বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি, নিলাম সাইটে থাকা প্রসেস মেমোরেন্ডামে দেখা যেতে পারে। আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মানদণ্ড, দরদাতার ঘোষণা, ইএমডি-র প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিবরণ সম্বলিত প্রসেস মেমোরেন্ডামটি দেখতে পারেন, যা ২৪ মার্চ ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ১৯ এপ্রিল ২০২৬ বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে পাওয়া যাবে। এটি ওয়েব পোর্টাল অর্থাৎ ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https//ibbi.baanknet.com থেকে অথবা cirp.kel@gmail.com ই-মেইলে লিখেও পাওয়া যাবে।
২. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ, বাতিল, বর্ধিত বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। তিনি কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখেন।
৩. উপরে উল্লিখিত ৩ নং ধারায় অঙ্গীকারপত্রে এই মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ২৯এ ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো অযোগ্যতার শিকার নন। সম্ভাব্য দরদাতারা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যেকোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে, ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ইএমডি অবশ্যই ব্যাংকনেট পোর্টালের মাধ্যমে ই-ওয়ালেটে অর্থ যোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট নিলামের জন্য "Participate" বোতামে ক্লিক করে পরিশোধ করতে হবে। যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর কর্তৃক শনাক্ত করা হবে এবং www.baanknet.com পোর্টালে অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অবহিত করা হবে। আগ্রহী দরদাতাকে নিলামের জন্য তাদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য দরদাতাগণকে ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম https//ibbi.baanknet.com-এর মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার অঙ্গীকারপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে।
৬. সম্ভাব্য দরদাতাগণকে ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্ম https//ibbi.baanknet.com-এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
৭. উপরোক্ত ৩ নং ধারায় উল্লিখিত অঙ্গীকারপত্রে উল্লেখ করতে হবে যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দরদাতা কোডের ধারা ২৯এ-এর অধীনে কোনো অযোগ্যতার শিকার নন। সম্ভাব্য দরদাতারা মনে রাখবেন যে কোনো পর্যায়ে অযোগ্য পাওয়া গেলে, ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমলেশ কুমার সিংঘানিয়া
খৈতান ইলেকট্রিক্যালস লি.-লিকুইডেটর (দেউলিয়াগ্রস্ত)
স্থান : কলকাতা — আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-17/10050
তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬ — এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত | cirp.kel@gmail.com (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট)

উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্যর সমর্থনে কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরপাড়া বিধানসভার কর্মীদের ডাকা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতৃত্বও। ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের কর্মীসভায় নেতৃত্বের নাম না বলায় ক্ষোভ। কর্মীসভা হল, কিন্তু মঞ্চে বেছে বেছে তৃণমূল নেতৃত্বের নাম বলা হল। বলা হল না তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের নাম। মিছিল করে কর্মীসভায় লোক নিয়ে এলেও মঞ্চে ডাকা হয়নি বলেও অভিযোগ তৃণমূল কাউন্সিলরের। রবিবার উত্তরপাড়ার তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে কর্মীসভা হয় বলাকা মাঠে। উত্তরপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, সেখানে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলেও, তাঁকে মঞ্চে ডাকা হয়নি বা তাঁর নাম বলা হয়নি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকেও মঞ্চে ডাকা হয়নি। অথচ কোন্নগর উত্তরপাড়া শহর-সভাপতিরা ছিলেন জেলার যুব সভানেত্রীও মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। কাউন্সিলরের অভিযোগ, দলের সবাইকে এক হয়ে চলার বার্তা দেওয়া হলেও এটা মানা হচ্ছে না। উত্তরপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দৃষ্টিকটু লেগেছে। কাউন্সিলরের নাম বলেনি, নাম বলতে গেলে, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, নবগ্রাম, কানাইপুর পঞ্চায়েত-সব এলাকার নেতৃত্বের নাম বলতে হয়। কিন্তু আমার রাজনৈতিক জীবনে দেখা, যে এলাকায় কর্মীসভা হয়, সেই এলাকার কাউন্সিলররা কিন্তু প্রাধান্য পান। কাউন্সিলরদের নাম বলেননি, সে পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু তিনি পদাধিকারীদের নাম বলেননি, সে মানা যায় না। পদাধিকার বলে কোন্নগর, উত্তরপাড়ার প্রেসিডেন্টকে বক্তব্য রাখতে বললেন, তখন বাকিদেরও বলা উচিত ছিল। শুভদীপ মুখোপাধ্যায় তো রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, ওঁর নামটা বলা উচিত ছিল।'

শ্যামপুরে প্রচারে হিরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: রবিবার হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ম্যারাথন প্রচার সারলেন শ্যামপুর বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেতা হিরণ ওরফে হিরণ্ময় চ্যাটার্জী। এদিন শ্যামপুরের কানপুরে হিরণকে রিসিভ করেন শ্যামপুর কেন্দ্রের বিজেপি কর্মীরা। তারপর র‍্যালির মাধ্যমে বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দেন এবং মানুষের শুভেচ্ছা দেন। প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তায় বহু মানুষ হিরণকে দেখতে ভিড় করে। বিজেপির দাবি, প্রথম দিনেই হিরণ প্রচারে ঝড় তুললেন। যার সুফল মিলবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে। উল্লেখ্য, এদিন হিরণের সঙ্গে থাকা বিশাল বাইক বাহিনীকে পুলিশ আটকালে সামান্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

পুরনো শত্রুতার জেরে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাতনায় পূর্ব শত্রুতা জেরে প্রাণ হারালেন বছর এক প্রৌঢ়। নাম বুদ্ধদেব মণ্ডল (৫০), বাড়ি ছাতনার বিদনা গ্রাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল দুপুরের পর এই ঘটনা ঘটে। মৃতুর বাড়ির অভিযোগ, আদালতের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তাঁকে লক্ষ্য করে দুই ব্যক্তি সুভাষ মণ্ডল ও দিলীপ মণ্ডল মাথায় রড দিয়ে আঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বাঁকুড়া মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের আরও দাবি, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি গ্রামে একটি ঝামেলা হয়েছিল, সেই মামলার সাক্ষী ছিলেন বুদ্ধদেব মণ্ডল। এরপর থেকেই অভিযুক্তরা তাঁকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছিলেন। গতকাল সকালে দাদার বাড়ি থেকে ফেরার পথে তাঁকে পিছন থেকে রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে পরিবারের দাবি।

রক্তের সংকট মেটাতে তৎপর বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রক্তের সংকট মেটাতে জরুরি ভিত্তিতে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দিতে ছুটে যান বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে ব্লাড ব্যাংকে পৌঁছে তাদের উৎসাহিত করলেন বিজেপি প্রার্থী। গরম পড়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে রক্ত সংকট, তাই কালনায় ব্লাড ব্যাংকে জরুরি প্রয়োজনে কয়েকজন বিজেপি কর্মী ছুটে যান রক্ত দিতে। কালনা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কালনা মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে ব্লাড ব্যাংকে যে সকল কর্মীরা রক্তদান করছিলেন, তাদের সঙ্গে দেখা করেন ও তাদের উৎসাহ দেন। তিনি জানান, সকালে চা চক্রে যোগ দিয়ে কর্মীদের এবং মানুষের সঙ্গে প্রচার সংযোগ করেছেন, এরপর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তারপর হাসপাতালে আসেন।গরম পড়ে গিয়েছে,এবার রক্তের সংকট দেখা দেবে। তাই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে রক্ত দেওয়ার জন্য। হঠাৎ কিছু মানুষের রক্তের প্রয়োজন হয়েছে। তাই তাঁদের কর্মীরা খবর পেয়েই ব্লাড ব্যাংকে ছুটে এসে রক্তদান করেন। তিনিও কর্মীদের এই মহান কাজের কথা জানতে পেরে তাদের উৎসাহিত করতে ব্লাড ব্যাংকে ছুটে আসেন।

বসিরহাটে নিরাপত্তা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রবিবার আসন্ন বিধানসভা ভোট নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বসিরহাটের পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল। তিনি বলেন, 'ভোটাররা এবার নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হবে। ল অ্যান্ড অর্ডারের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, তার দিকে প্রশাসন সবরকম ব্যবস্থা করবেন। পাশাপাশি কোনরকম অশান্তির খবর পেলে সাধারণ মানুষ যাতে প্রশাসনকে খবর দিতে পারে তার জন্য আমাদের কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে।' মূলত ভোটারদের ভোট দেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন।

ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, হাওড়ার লাইনে একাধিক ট্রেন ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি ও ব্যান্ডেল স্টেশনের মাঝে ওভারহেডের তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিপর্যস্ত হয় পরিষেবা। ছুটির সকালে ভোগান্তি যাত্রীদের। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া-কাটোয়া ও ব্যান্ডেল-নৈহাটি লাইনে আপ ও ডাউনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এখন পরিষেবা স্বাভাবিক। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওভারহেড ইকুইপমেন্টে 'পাওয়ার অফ' হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে হুগলি স্টেশনে সাময়িক ভাবে টিকিট বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়। ফলে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া- কাটোয়া এবং ব্যান্ডেল-নৈহাটি শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন ও কিছু দূরপাল্লার গাড়ি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। ট্রেনেও আটকে পড়েন অনেকেই।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদ প্রকাশ জানান, ওভারহেড ইকুইপমেন্টে সার্কিটের গন্ডগোলের জন্য পাওয়ার অফ হয়ে গিয়েছিল। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে সমস্যা ছিল। ১০টা ১০-এর পর থেকে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই।

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স এনইউ ট্রেন্ড ইমপেক্স প্রা. লি. (CIN: U51909WB1989PTC047810) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস পি-৪, নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, শপ নং বি-৩২, নন্দরাম কাতরা বেসমেন্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১ সম্পর্কিত।
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ জয়পুর অধিক্ষেত্র অধীন "রাজস্থান রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতার নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে রাজস্থান রাজ্যে পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।
আবেদনকারীর পক্ষে
এনইউ ট্রেন্ড ইমপেক্স প্রা. লি.
স্বা/- রেখা জৈন (ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা — **ডিন : ০১৩৭৪১৬৫**

ফর্ম জি
সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
দেওয়ানদিঘি, মির্জাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০২ - শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	সুযশ ফিনোভেস্ট প্রা. লি. PAN : AAECS3958E এবং CIN : U20111WB1994PTC064432
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	(দেওয়ানদিঘি, মির্জাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩১০২
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনও স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রাপ্ত নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিকপ্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল উপলব্ধ	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.suyash@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.suyashfinovest@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭.০৪.২০২৬
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭.০৪.২০২৬
১২	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫.০৪.২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০২.০৫.২০২৬
১৪	তথ্য মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	০৭.০৫.২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৭.০৬.২০২৬
১৬	আগ্রহ প্রকাশক ডাক জমা দেওয়ার জন্য ইমেল আইডি	cirp.suyashfinovest@gmail.com

অভিত কুমার সিং (আরপি)
IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
তারিখ : ২৩.০৩.২০২৬ — ২৮৯ জিটি রোড, বিষ্ণু বাটিকা, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট ১এ, বেলুড়, হাওড়া - ৭১১২০২
স্থান : কলকাতা — সুযশ ফিনোভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৮১৩০৩৩৩২৪৮
পরিশিষ্ট ৪এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য পরবর্তী বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ পরবর্তী বিক্রয় নোটিশ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখলীকৃত ০৯.০৪.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে ৩৬,৬৫,৭২,০২৮.২৫ টাকা (ছত্রিশ কোটি পঁয়ষট্টি লাখ বাহাত্তর হাজার আঠাশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা ০৪.০৩.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৫.০৩.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস "১৩/২এ প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬" এবং জামিনদাতাগণ (ক) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" (খ) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭"(গ) শ্রী বনওয়ারিলাল আগরওয়াল, পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) "৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭" কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৫.০৪.২০২৬ এবং ০৬.০৪.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি ১ : ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন পরিমাপ ৬৬ শতক এবং তদস্থিত ভবন এবং শেড-জালান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, গেট নং -১, লেন নং -২, মৌজা - বিপ্রন্নপাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া, জেএল নং ২৭, দলিল নং ৫৪০৪/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৪১১ এবং ৪৪১২, এলআস দাগ নং ৪৪১৬ এবং ৪৪১৭, এরিয়া ১৬ ডেসিমেল), ৫৪০৫/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৪০৮ এবং ৪৪০৯, এলএস দাগ নং ৪৪১৩ এবং ৪৪১৪, এরিয়া ২৯ ডেসিমেল) এবং ৫৪০৬/২০১১ (আরএস দাগ নং ৪৩৫২ এবং ৪৩৫৩, এলএস দাগ নং ৪৩৫৭ এবং ৪৩৫৮, এরিয়া ২১ ডেসিমেল) সম্পত্তি গোপাল আগরওয়াল - ব্যক্তিগত জামিনদাতা (কার্যকরী/প্রতীকী দখলীকৃত)	সম্পত্তি ১ ক) ১,৫০,০০,০০০.০০ টাকা (টিডিএস ছাড়া) খ) ১৫,০০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ২ : জমি অবস্থিত মৌজা দেবীপুর, জেএল নং ১, পরিমাপ এরিয়া ৩.৩১ একর- প্লট নং ৬১,৬৩,৬৪,৬৫ থেকে থানা : কুলটি, আরএস খতিয়ান নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ৯২, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩৫৭, সম্পত্তি গোপাল আগরওয়াল -ব্যক্তিগত জামিনদাতা এর নামে (দলিল নং ৩১৫/২০১০) (স্বত্ব দখলীকৃত)।	সম্পত্তি ২ ক) ১,০০,০০,০০০.০০ টাকা (টিডিএস ছাড়া) খ) ১০,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২,০০,০০০.০০ টাকা

ক) বিক্রয়ের দায়বদ্ধতা এবং বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট https://bank.sbi/ web/sbi-in-the-news/auction-notices/bank-eauctions, www.sbi.co.in, baanknet.com, এবং https://tenders.gov.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটিদেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন অথবা ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

গ্রেপ্তার কংগ্রেস নেতার ৬ আত্মীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধানসভা নির্বাচনের মুখেই এবারে নাকাতল্লাশি চালানোর সময় কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়কের গাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি সেভেন এমএম পিস্তল। আর এই ঘটনায় জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়কের গাড়িতে থাকা ছয়জন আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের চেঁচুমোড় এলাকায়। রবিবার সকাল থেকে এই বিষয়টি জানাজানি হতেই মালদার রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের মুখে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও রবিবার সকাল থেকে একাধিকবার জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলমের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি এব্যাপারে কোনরকম প্রতিক্রিয়া জানাননি দলের জেলা সভাপতি তথা দক্ষিণ মালদা সাংসদ ইসাখান চৌধুরী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আসিফ ইকবাল, তাসেম আলি, হানজেলা শেখ , মহম্মদ নুরুল, রবিউল ইসলাম এবং ওয়াসিম আক্তার। এদের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের

মধ্যে। এদের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার জহরপুর, ফুলবাড়ি এবং কমলাবাড়ি এলাকায়। ইদ উৎসবের রাতে একটি নীল রঙের চার চাকার আধুনিক গাড়ি করেই ওই ছয়জন ইংরেজবাজার শহর থেকে গাজোল থানার পাণ্ডুয়া এলাকায় ঘুরতে যাচ্ছিল। নির্বাচন ঘোষণা হতেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় শুরু হয়েছে পুলিশের নাকা চেকিং। এই অবস্থায় চেচুমোড় এলাকার জাতীয় সড়কে ওই গাড়িটি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালাতে গিয়ে একটি সেভেন এম.এম. পিস্তল উদ্ধার করে পুলিশ। ওই গাড়িটি কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়কের যে সেটিও প্রকাশ্যে আসে। এই ঘটনার পর পুলিশ প্রাক্তন বিধায়কের গাড়ি সমেত আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ধৃত ছয় জনকে রবিবার মালদা জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ জানিয়েছেন, 'নির্বাচনী প্রাক্কালে এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। কারণ যদি লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থাকে, তবে কেন সেটি প্রাক্তন বিধায়ক গাড়িতে না থাকাকালীন পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। প্রাক্তন ওই বিধায়কের অবশ্যই নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণবিধি জানা রয়েছে। তারপরও কেন এরকম কাণ্ড ঘটবে?' যদিও পুলিশ আইনগত পদক্ষেপ নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সভাপতি তথা দলের কার্যনির্বাহী সদস্য মাস্তু ঘোষ জানিয়েছেন, 'যে আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার হয়েছে সেটি আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক মোত্তাকিন আলমের। ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি লাইসেন্স প্রাপ্ত। ইদের একদিন আগে ব্যস্ততার মধ্যে ভুলবশত লাইসেন্সি ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি প্রাক্তন বিধায়কের গাড়িতেই থেকে গিয়েছিল। শনিবার বিধায়কের কিছু আত্মীয় সেই গাড়ি নিয়ে চলে যায় পাণ্ডুয়ার উদ্দেশ্যে। এটার পিছনে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তবে এসব ঘটনা নিয়ে তৃণমূল যে অভিযোগ করছে সেটা ঠিক নয়।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বন্দুকটি লাইসেন্সি কিনা সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত ওই পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং চার চাকার গাড়িটি আটক করা হয়েছে।

তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের দেওয়াল লিখন বিকৃতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দ্বিতীয় দফায় জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক তথা আসন্ন ২৬-এর নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী হরে রাম সিং-এর সমর্থনে লেখা দেওয়ালে পড়ল গোবর, চুন এবং মাটির ছাপ। রবিবার সকালে এমন ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বিরোধীদের চক্রান্ত নাকি শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল? কেন বারবার এই ঘটনা ঘটছে উঠছে এমনই প্রশ্ন ? ঘটনাটি ঘটে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জামুরিয়া ব্লক ২-এর বাহাদুরপুর অঞ্চলের ২১০ নম্বর বুথ এলাকায়। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কুনুস্তরিয়া এলাকায় এমন ঘটনা ঘটেছিল, যেখানে প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়। তবে এখনও পর্যন্ত সেই ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত ছিল তা সামনে আসেনি। ঠিক তারই মাঝে আরো একবার এমন ঘটনা শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূল কর্মীদের দাবি, 'বিজেপি এবং

সিপিএম মিলিতভাবে এই নোংরা রাজনীতি করছে সেই কারণেই এমন ঘটনা। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি রাখব যে বা যারা এমন ঘটনার সাথে যুক্ত তাদেরকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে কড়া ব্যবস্থা নিক। নতুবা আগামী দিনে আমরা দলীয়ভাবে বড় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হব।' এছাড়াও তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং জানান, 'জামুড়িয়ায় তৃণমূল বিপুল ভোটে জিততে চলেছে, সে কারণেই কিছু মানুষ এই ধরনের নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছেন।' তবে বিজেপি প্রার্থী ডঃ বিজন মুখার্জি জানাই, 'বিধানসভা জুড়ে আমাদের নির্বাচনী প্রচার পুরোদমে চলছে, আমাদের কর্মীরা এখন সকলেই দলের কাজে ব্যস্ত। তাই আমাদের কেউই এমন কাজ করেনি। এটা তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলেরই প্রভাব।' অন্যদিকে এমন ঘটনায় মন্তব্য করতে ছাড়েননি সিপিএম নেতা তাপস কবি। তিনি জানান, 'সিপিএম আজ পর্যন্ত কখনও এমন নোংরা রাজনীতি করেনি। অযথা সিপিএমের উপর দোষারোপ করে কোন লাভ হবে না।' বর্তমানে বাহাদুরপুর এলাকায় এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে জামুড়িয়া থানার কেন্দাফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত বিএলওর মৃত্যু চাঁচলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো চাঁচল থানার চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নদাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বিএলও-র নাম উৎপল থোকদার (৫৫)। তিনি যদুপুরহাই স্কুলের পার্শ্ব শিক্ষক ছিলেন। নদাপাড়া ৯৩ নম্বর বুথের বিএলও ছিলেন তিনি। কিন্তু বুথের ১১০ জনের নাম বিবেচনাধীনের তালিকায় ছিল। ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় বিবেচনাধীন ভোটাররা তার বাড়িতে জড়ো হয়ে প্রতিদিনই চাপ দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে শনিবার রাতে তিনি বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রবিবার ভোররাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এলাকাটি মালতীপুর বিধানসভার মধ্যে। মৃতের স্ত্রী শুভ্রা থোকদার জানিয়েছেন, বিচারাধীন ভোটারদের হুমকি ও চাপের জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন স্বামী। রাতের পর রাত কাজের চাপে ঘুমাতে পারছিলেন না। একদিকে কাজের চাপ, অপরদিকে বিচারাধীন ভোটারদের হুমকি। সব মিলিয়েই আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিন রাতে তড়িঘড়ি তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা উৎপলকে মৃত বলে জানিয়ে দেন। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়েছেন মৃতের পরিবার। সরকারিভাবে সহযোগিতার দাবি করা হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, 'ওই বিএলও'র বাড়িতে অধিকাংশ সময় বিচারাধীন ভোটারদের ভিড় লেগে থাকতো। তাঁকে ক্রমাগত হুমকি ও চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলে পরিবার থেকে এমনটাও জানানো হয়েছে। এই চাপ সহ্য না করতে পেরেই মারা গিয়েছেন। আমরা এই ঘটনার জন্য বিজেপিকে দায়ী করছি এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদি এপ্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন, 'তৃণমূল ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। কি কারণে মৃত্যু তা বলতে পারব না। তবে ঘটনাটি দুঃখজনক। ওই পরিবারটিকে সমবেদনা জানিয়েছি।' যদিও বিএলও'র মৃত্যু নিয়ে চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

জল দিবস পালন পরিবেশ শিল্পীদের

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: 'জল সমৃদ্ধ ও সবুজ দেশ' গড়ার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব জল দিবস পালন করা হল বাঁকুড়ায়। বৃষ্টির জল খাল, বিল ও পুকুরে ধরে রাখা ও জলাশয়গুলি নিয়মিত সংস্কার করে জল ধারন ক্ষমতা বাড়ানোর আবেদন নিয়ে গান, নাচ ও নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের অঙ্গ হিসাবে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এই পরিবেশ শিল্পীদের বক্তব্য, আসন্ন জল সংকট রোধে এবং জল চক্র, জীব-বৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্র, পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে বৃষ্টির জল যখন যেখানে পড়বে তা জলাশয় ধরে রেখে ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। অন্যদিকে জলাশয়গুলি শূন্য। তাই এখনই উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

'চাষির ঘরের ছেলে' পরিচয়ে ভোটের ময়দানে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট ঘোষণা এবং প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এরই মধ্যে বিজেপির প্রার্থী হেমন্ত বাগ প্রচারে নেমে কার্যত ঝড় তুলেছেন। আরামবাগ শহর থেকে গ্রাম,সব জায়গাতেই তাঁর প্রচারে উল্লেখযোগ্য সাড়া মিলছে বলে দাবি দলীয় সূত্রে। প্রচারের ময়দানে হেমন্ত বাগ নিজেকে 'চাষির ঘরের ছেলে' ও 'গ্রামের মানুষ' হিসেবে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, 'আমি চাষির ঘরে জন্মেছি, গ্রামের মানুষ। তাই আরামবাগের মানুষের পাশে সারা বছর, ২৪ ঘণ্টা থাকতে পারবো। গত ১৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বিজেপি কর্মী হিসেবে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের পাশে থেকেছি। এবারে তাঁদের আশীর্বাদে বিধায়ক হয়ে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে চাই।' তিনি আরও দাবি করেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করবে এবং তার ফলে রাজ্যে একটি স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, হেমন্ত বাগের বাড়ি আরামবাগের প্রত্যন্ত গ্রাম আরান্ডীতে। স্থানীয় স্তরে তাঁর সক্রিয়তার ইতিহাসও তুলে ধরছেন সমর্থকরা। এলাকার রাস্তা নির্মাণ থেকে শুরু করে কংক্রিটের সেতু তৈরির দাবিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। সেই আন্দোলনের চাপে প্রশাসনকে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গ্রামীণ ইস্যু এবং

স্থানীয় উন্নয়নকে সামনে রেখে হেমন্ত বাগ নিজের প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ,এই তিনটিকেই মূল হাতিয়ার করছেন তিনি। এখন দেখার বিষয়, আরামবাগের ভোটাররা এই প্রচার ও প্রতিশ্রুতিকে কতটা গ্রহণ করেন এবং তা শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফলে কী প্রভাব ফেলে।

বাহিনী নিয়ে পুলিশ সুপারের রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেলাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। ভোটারদের নিশ্চিন্তে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে রবিবার বেলদা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রুটমার্চ করেছেন পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা।

রুটমার্চে রাস্তায় বেরিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন পুলিশ সুপার। পথচলতি মানুষ, স্থানীয় বাসিন্দা ও দোকানদারদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি সকলকে নির্ভয়ে ভোটদান করার আহ্বান জানান। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ভয় না পেয়ে ভোট দিন, আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি। রুটমার্চ চলাকালীন শুধুমাত্র নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরাপত্তা নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সুরক্ষার দিকেও নজর দেন তিনি। হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ব্যক্তিদের থামিয়ে সচেতন করে তাঁদের হেলমেট ব্যবহার করার পরামর্শ দেন পুলিশ সুপার। তিনি এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো, টহলদারি জোরদার করা এবং যে কোনও পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তিনি একাধিক নির্দেশ দেন। প্রশাসনের এই উদ্যোগে বেলদা-সহ আশেপাশের এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই প্রশাসন মনে করছে।

সম্পত্তি বিবাদে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পৈত্রিক সম্পত্তির দখলকে ঘিরে প্রকাশ্য রাস্তায় দুই ভাইয়ের বিবাদে চললো চাকু। ছোট ভাইকে এলোপাথারি চাকু দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। পালটা আত্মরক্ষায় ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় ছোট ভাই বাঁশ দিয়ে পেটায় তার বড় ভাইকে বলে অভিযোগ। ঘটনায় আশঙ্কাজনক ছোট ভাই চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। অপরদিকে, আক্রান্ত বড় ভাই চিকিৎসাধীন মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে রবিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার নাবাদিয়াটোলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুইজনের নাম বিজন মণ্ডল (৫৫) এবং বড় ভাই দ্বিজেন মণ্ডল (৬০)। প্রায় দুই বিঘা পৈত্রিক সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। এদিন ছোট ভাই বিজনকে জমিতে যাওয়ার সময় এলোপাথাড়ি শরীরে চাকু দিয়ে কোপানোর অভিযোগ দাদা দ্বিজেনের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে প্রাণে বাঁচতে ছোট ভাই বিজন বাঁশ দিয়ে তার বড় ভাইকে মাথায় আঘাত করে। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুজনকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে এলোপাথারি চাকুর আঘাতে ছোট ভাই বিজন মন্ডল গুরুতর আহত থাকায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, উভয়পক্ষই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দঃ দিনাজপুরে নিরাপত্তায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা পুলিশ। রবিবার বিকেলে বালুরঘাট থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলার নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। তিনি জানান, ভারতের নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই জেলাজুড়ে নিরাপত্তার চাদর বিছানো হচ্ছে। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই জনমনে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ বা এলাকা টহল শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ তৈরি করাই এই আগাম প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্বাচনে কোনও ধরনের অশান্তি বা কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ সুপার বলেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দেওয়া। শান্তি রক্ষায় জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর।' পুলিশের এই আগাম ও সক্রিয় পদক্ষেপে জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সরকারি দেওয়ালে তৃণমূলি প্রচার

মুছতে গিয়ে আক্রান্ত কমিশনের দুই কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, উত্তেজনা করঙ্গপাড়া এলাকায়। সরকারি দেওয়ালে রাজনৈতিক প্রচার মুছতে গিয়ে হামলার শিকার হলেন নির্বাচন কমিশনের দুই কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুরের পশ্চিম বিধানসভার করঙ্গপাড়ার পোস্ট অফিস এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। জানা গেছে, দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের কর্মী সূর্যকান্ত পাল এবং বিট্টু গুপ্তা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি দেওয়ালে থাকা রাজনৈতিক দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার কাজ করছিলেন। রবিবার পোস্ট অফিসের দেওয়ালে তৃণমূলের প্রচার মুছছিলেন তারা। অভিযোগ, কাজ শেষ করে যখন তারা গাড়িতে ওঠেন, তখনই কয়েকজন ব্যক্তি তাদের গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

বর্ধমানে ১২টি আসনে প্রার্থী দিলেন হুমায়ুন কবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে লড়বেন এমন ১৮২ জন প্রার্থীর নাম রবিবার ঘোষণা করার কথা থাকলেও রবিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে দলীয় পার্টি অফিস থেকে মাত্র ১৫৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬টি বিধানসভার মধ্যে ১২টি আসনে প্রার্থীর নাম প্রকাশ করা হয়। ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন আউশগ্রামে নীরঞ্জন রবি দাস, বর্ধমান দক্ষিণে জাহির হোসেন খান, রায়নায় পরেশচন্দ্র বাগ, জামালপুরে সীমান্ত মল্লিক মেমারি বশিরুজ্জামান কয়াল, বর্ধমান উত্তরে সুচার দাস, পূর্বস্থলী দক্ষিণে রফিকুল শেখ, পূর্বস্থলী উত্তরে বাবন ঘোষ, কাটোয়ায় শিল্পী তিওয়ারি, কেতুগ্রামে সাবিনা ইয়াসমিন, মঙ্গলকোটে আজিজুল মণ্ডল, ভাতার মহঃ শেখ গোলাম মাসুদ।

ভারত কলা কেন্দ্রের সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলে ভারত কলা কেন্দ্রের পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানী রায়, বর্ধমান রাজ কলেজের প্রফেসার ডা. ওম শঙ্কর দুবে, বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণাভ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী, নৃত্য শিল্পী এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহ সভাপতি মেহেবুব হাসান, সহযোদ্ধার সম্পাদক প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। ভারত কলা কেন্দ্র একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা যারা আর্ট ও কালচারের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করে। এদিন এই প্রতিষ্ঠানের ৪৭০ শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট এবং মেমন্ট তুলে দেওয়া হয় বলে জানান ভারত কলা কেন্দ্রের সম্পাদক সৌরভ চ্যাটার্জি। এই কর্মসূচিতে বক্তারা জানান, বর্তমানে এক অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাই সুস্থ জীবন ফিরিয়ে আনতে সাংস্কৃতিক জগৎ প্রয়োজন।

রবিবাসরীয় প্রচারে ইন্দাসের তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট ঘোষণার পর প্রথম রবিবাসরীয় প্রচারে ইন্দাস বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী। এদিন সকালে তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আউশনাড়া বাজারে পৌঁছে যান। সেখানে মিছিল জনসংযোগের পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। এরই মাঝে অতি উৎসাহী তৃণমূল সমর্থকদের অনেকেই শঙ্খধ্বনীর মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীকে

অভ্যর্থনা জানান। পরে তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী বিজেপির কড়া সমালোচনা করে বলেন, 'তৃণমূল মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় না, কথা দিয়ে কথা রাখে । আর সে কারণেই আমি নিজের জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী।'

পদ্ম প্রার্থীর মাদলের বোলে ঘাসফুল প্রার্থীর নাচ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে লোকসংস্কৃতি। সেটাই ফের প্রমানিত হল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল এলাকায়। আদিবাসীদের ফুলের উৎসব বাহা। সম্প্রীতির এই উৎসব শাসক ও বিরোধী দুই যুযুধান দলকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এই উৎসবে দেখা যায় পদ্ম ফুলের প্রার্থীর বাজানো মাদলের তালে তালে ঘাসফুলের প্রার্থীকে পা মেলাতে। এই দুই প্রার্থীর অনুগামীরাও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এদিন। নির্বাচনী ময়দানে লড়াই ভুলে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ বাজারের শনিবার রাতে পদ্ম ফুলের প্রার্থীর মাদলের বোলে ঘাসফুল প্রার্থীর নাচে মেতে ওঠা দেখতে রীতিমতো ভিড় জমে যায়। শাল ও মহুয়ার গাছে ফুল ফুটতে শুরু করলে আদিবাসীরা মেতে ওঠেন বাহা উৎসবে। আদিবাসীদের দেবতা 'মারাং বুরু', 'জাহের আয়ো' ও 'মড়ে ক তুরুই ক' র উদ্দেশ্যে শালফুল নিবেদন করে, মাথায় শালফুল গুঁজে নাচে গানে মেতে ওঠেন আদিবাসী নারী-পুরুষেরা। রানিবাঁধ বাজারে এই বাহা বঙা উৎসবের আয়োজন করেছিল স্থানীয় আদিবাসী মানুষেরা। এই উৎসবে কাঁধে মাদল তুলে নিয়ে আদিবাসী পুরুষদের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে মেতে ওঠেন রানিবাঁধ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ক্ষুদিরাম টুডু। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদাকে রাজনীতি লড়াই ভুলে পদ্ম প্রার্থীর মাদলের তালে আদিবাসী রমণীদের সঙ্গে নাচে মেতে উঠতে দেখা যায়। এই বিরল দৃশ্য আদিবাসীদের উপভোগ করতে ও মোবাইল বন্দি করতে দেখা যায়। এদিন, একসঙ্গে পাত পেড়ে বসে খেলেন খিচুড়ি প্রসাদ। দুই প্রার্থীরই বক্তব্য, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ বা মতানৈক্য যাই থাকুক না কেন আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিলেমিশে মেতে ওঠাই ঐক্য ও ঐতিহ্য। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রাজনীতির ময়দান যে অন্য কথা বলে তার প্রমাণ মাত্র দু'দিন আগে পেয়েছে এই রানিবাঁধের বাসিন্দারা। রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডীকে এবার প্রার্থী করেনি তৃণমূল। তাঁকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে একেবারে নতুন মুখ পেশায় অধ্যাপিকা তনুশ্রী হাঁসদাকে। তনুশ্রীর প্রচারে জ্যোৎস্না মাণ্ডী যুক্ত হন। তবে জ্যোৎস্না মাণ্ডীর বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মীদের একাংশকে পটকা ফাটিয়ে ও ব্যঙ্গোক্তি করে উল্লাস করতে দেখা যায়।

ভোটের মুখে অসমের কম্যান্ডো ক্যাম্পে ভয়ঙ্কর হামলা আলফার

গুয়াহাটি, ২২ মার্চ: অসমের কম্যান্ডো ক্যাম্পে ভয়ংকর জঙ্গি হামলা। ক্যাম্প লক্ষ্য করে ছোড়া হল এলোপাথাড়ি গুলি, রকেট লঞ্চার। শনিবার গভীর রাতে অতর্কিত এই হামলায় অন্তত ৪ জওয়ান আহত হয়েছেন। জানা যাচ্ছে, এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে অসমের নিষিদ্ধ সংগঠন 'ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট' বা আলফা। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তারা। তাদের তরফে এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন বুজুনি'। বিধানসভা নির্বাচনের আগে অসমে সন্ত্রাসী হামলার এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, শনিবার রাত ২.৩০ নাগাদ এই হামলার ঘটনা ঘটে তিনসুকিয়া জেলার লেখাপানি থানার ক্যাম্পে। প্রথমে রকেট লঞ্চার থেকে ছোড়া হয় আরপিজি শেল। ৫টি শেল ছোড়ার পর শুরু হয় এলোপাথাড়ি গুলি। প্রায় ২০ মিনিট ধরে গোটা ক্যাম্পে গুলি বৃষ্টি করে জঙ্গিরা। ভয়ংকর এই হামলায় ৪ জন জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে অসমের ডিব্রুগড়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, রাতের অন্ধকারে অরুণাচলের সীমা পেরিয়ে অসম ঢোকে জঙ্গিরা। জঙ্গিদের দলে অন্তত ৭ জন ছিল। চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়েছে, যে চার জন আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তাঁরা বিপদসীমার বাইরে।

উল্লেখ্য, অসমে এই ধরনের হামলার ঘটনা এই প্রথমবার নয়। গত বছরের অক্টোবর মাসেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল তিনসুকিয়ার কাকোপাথার সেনা ক্যাম্পে। মধ্যরাতে চলন্ত গাড়ি থেকে সেনাক্যাম্পে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন ৩ জন। হামলার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় জঙ্গিরা। তাদের আর কোনও খোঁজ মেলেনি। সেনা ক্যাম্পে সেই হামলারও দায় স্বীকার করেছিল আলফা। তবে এই সন্ত্রাসী সংগঠনের সাম্প্রতিক হামলায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। আগামী ৯ এপ্রিল অসমে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ধরনের ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা ব্যাপক বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান।

এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই ধরনের কার্যকলাপ কাপুরুষোচিত, কোনও ভাবে তা মেনে নেওয়া যায় না বলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, প্রভাবিত এলাকাগুলিতে সেনাবাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ অভিযান চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করছে যাতে উগ্রবাদীদের খুঁজে বের করে এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা রোধ করা সম্ভব হয়। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট ১০৪টি আসন জয়ের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। তিনি দলের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, মঙ্গলবার থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে। রাজ্যজুড়ে পরিচালিত হবে ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি।

'যতই আমলা-পুলিশ বদলাক, জিতবেন মমতাই', তৃণমূল নেত্রীর পাশে অখিলেশ

লখনউ, ২২ মার্চ: এসআইআর প্রসঙ্গে আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এ বার আধিকারিকদের বদলি বিতর্কেও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়ালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তাঁর কথায়, যতই আধিকারিক বদলে ফেলা হোক, জিতবেন মমতাই। 'ঐতিহাসিক জনমত' নিয়ে মমতাই ফের ক্ষমতায় আসবেন বলে মনে করছেন তিনি।

লখনউয়ে দলীয় কার্যালয়ে এক পুরস্কার বিতরণ কর্মসূচি থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান। অখিলেশ বলেন, 'এই লড়াইটা তাঁকে (মমতাকে) একাই লড়তে হচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁত করে নির্বাচন কমিশন যত আধিকারিককেই বদলি করুক না কেন, বিজেপি-কমিশনের মধ্যে যতই আঁতাত থাকুক না কেন, জিতবেন তিনিই।'

ভোট ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে একের পর এক আমলা এবং পুলিশকর্তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়েছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশপ্রধান-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বদল করা হয়েছে। সেই কথা উল্লেখ করে অখিলেশ জানান, এত বদলির পরেও পশ্চিমবঙ্গবাসী আবার 'ঐতিহাসিক জনাদেশ' দিয়ে মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করবেন। কথা প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন তিনি। অতীতে উত্তরপ্রদেশে ভোটের সময়ে কত জন আধিকারিককে বদলানো হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান।

কমিশনকে বিঁধে অখিলেশ বলেন, 'উত্তরপ্রদেশের অতীতের নির্বাচনগুলিই দেখুন। আধিকারিকদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন একটিও ঘটনার কথা আপনারা বলতে পারবেন? এখন আবার ভোট এগিয়ে আসতেই 'সেটিং' শুরু হয়ে গিয়েছে। কোন আধিকারিককে কোথায় পাঠানো হবে, তা আগে ভাগেই ঠিক করে ফেলা হচ্ছে।' উত্তরপ্রদেশে বর্তমানে বিজেপির সরকার রয়েছে। সে ক্ষেত্রে অখিলেশের এই খোঁচা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পরে বিজেপি তাদের লোকবল এরাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনার কথাও বলছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান।

> এই লড়াইটা তাঁকে (মমতাকে) একাই লড়তে হচ্ছে। বিজেপির সঙ্গে আঁতাঁত করে নির্বাচন কমিশন যত আধিকারিককেই বদলি করুক না কেন, বিজেপি-কমিশনের মধ্যে যতই আঁতাত থাকুক না কেন, জিতবেন তিনিই।
>
> **— অখিলেশ যাদব**
> সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো

অখিলেশের বক্তব্য, 'ওরা (বিজেপি) লক্ষ লক্ষ কর্মীকে একত্রিত করছে। তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কী ভাবে টাকা পাঠাতে হবে, কী ভাবে বুথ দখল করতে হবে, তার প্রশিক্ষণ হচ্ছে।'

এরাজ্যে এসআইআর শুরুর সময় থেকেই কমিশন এবং বিজেপিকে একযোগে তোপ দেগে আসছেন তৃণমূল নেত্রী। সম্প্রতি রাজ্যের আমলা এবং পুলিশকর্তা বদল নিয়েও একাধিক বার নিশানা করেছেন কমিশনকে। বিজেপির সঙ্গে কমিশনের আঁতাঁতের অভিযোগও উসকে দিয়েছেন। এবার সেই অভিযোগে মমতা পাশে পেলেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অন্যতম শরিক নেতা অখিলেশকেও। এর আগে এসআইআর-প্রসঙ্গেও মমতার পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। গত জানুয়ারিতে কলকাতায় এসে তিনি বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গকে নিশানা করেই এসআইআর করা হয়েছে। তৃণমূল নেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, 'গোটা দেশে কেউ যদি বিজেপির মোকাবিলা করে থাকেন, তা হলে সেটা করছেন এখানকার (পশ্চিমবঙ্গের) মুখ্যমন্ত্রী।'

কুমিল্লায় বাস-ট্রেন সংঘর্ষে, মৃত ১২

ঢাকা, ২২ মার্চ: বাংলাদেশের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার রেল ক্রসিংয়ে বাস ও ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এছাড়াও আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। রবিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার রেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের মধ্যে সাত জন পুরুষ, তিন জন নারী ও দু'জন শিশু রয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক সাইফুল ইসলাম জানান, ভোরে পদুয়ার বাজার রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় চট্টগ্রামগামী একটি মেইল ট্রেন মামুন পরিবহণের বাসে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের পর ট্রেনটি বাসটিকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়। এতে বাসটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই সাত জন মারা যান, পরে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়।

পূর্ব সিকিমে হিমবাহ বিপদের আশঙ্কা, জারি সতর্কতা

গ্যাংটক, ২২ মার্চ: হিমালয়ের কোলে আবহাওয়ার আকস্মিক বদলে উদ্বেগ বাড়ছে পূর্ব সিকিমে। সম্ভাব্য হিমবাহ ধসের আশঙ্কায় নাথুলা, জুলুক ও নাথাং উপত্যকা অঞ্চলে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ও রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। আগামী ২৪ ঘণ্টাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধরে প্রশাসনকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্যাংটক ও পাকিয়ং জেলায় জরুরি পরিষেবা সক্রিয় রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, 'পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে পারে, তাই আগাম সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগরীয় আর্দ্রতা ও পশ্চিমি ঝঞ্ঝার যুগপৎ প্রভাবে এই অস্বাভাবিক আবহ তৈরি হয়েছে। টানা বৃষ্টি, তুষারপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার ফলে পাহাড়ি অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বেড়েছে। গ্যাংটকের আবহাওয়া দপ্তরের এক কর্তা বলেন, রবিবার দুপুরের পর কিছুটা উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও তার আগে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে তুষারপাতের জেরে সান্দাকফু, ফালুট রুটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে আনার পরিকল্পনা চলছে। প্রশাসনের নজর এখন সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্য বিপর্যয় ঠেকানোর দিকেই।

বিহার দিবসে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা, নীতীশেরও শুভকামনা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ: বিহার দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিহারের জনগণকে শুভকামনা জানিয়েছেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার এক্স মাধ্যমে জানান, 'দেশে ও বিদেশে বসবাসকারী বিহারের সমস্ত মানুষকে বিহার দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি নিশ্চিত, রাজ্যের বাসিন্দারা অসীম প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিহার এবং সমগ্র দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, 'বিহার দিবস উপলক্ষে, রাজ্যে আমার পরিবারের সকল সদস্যকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমাদের রাজ্য, যা ভারতীয় ঐতিহ্যকে মহিমা ও দেবত্ব দান করেছে, এখন অগ্রগতির নতুন অধ্যায় রচনায় নিয়োজিত। আমি নিশ্চিত, এখানকার পরিশ্রমী ও উদ্যমী

মানুষের নিষ্ঠা এবং শক্তি একটি বিকশিত বিহারের পাশাপাশি একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প বাস্তবায়নে বিরাট সহায়ক হবে।'

রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এদিন টুইট করেছেন। তিনি জানান, **'বিহার দিবস উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বিহারের ইতিহাস গৌরবময় এবং বর্তমানে আমরা আমাদের সংকল্পের মাধ্যমে বিহারের জন্য এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি। একটি সমৃদ্ধ বিহারের জন্য এই সংকল্প পূরণে আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সকলে মিলে বিহারের গৌরবকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাব।'**

কংগ্রেসই বিজেপির বি টিম, পালটা আক্রমণ বিজয়নের

তিরুঅনন্তপুরম, ২২ মার্চ: কেরল নির্বাচনের আগে কংগ্রেস এবং সিপিএমের সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে। রাহুল গান্ধি আগেই বিজেপিকে সিপিএমের বি টিম বলে দেগে দিয়েছিলেন। এবার পালটা এল পিনারাই বিজয়নের তরফ থেকে। তিনি পালটা কংগ্রেস এবং বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেই বিজেপির বি টিম বলে তোপ দাগলেন। বিজেপির সুরে সুর মিলিয়ে তিনিও দাবি করলেন, 'রাহুল সেই বিরল প্রতিভা যিনি বারবার এক ভুল করেও বোঝেন না।' এতদিন পর্যন্ত বাম ও কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল দিল্লি-বাংলায় দোস্তি, কেরলে কুস্তি। কিন্তু এবারের কেরলের বিধানসভা ভোটের আগে সবরকম দোস্তি ভুলে পুরোদস্তুর কুস্তির মেজাজে সিপিএম এবং কংগ্রেস। দিনকয়েক আগে কেরলে ভোটপ্রচারে গিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলে দেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ঠিক একইভাবে নরেন্দ্র মোদী নিয়ন্ত্রণ করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে। দু'জনে কেরলে একসঙ্গে কাজ করছেন। গোটা দেশে বিরোধীদের উপর ইডি-সিবিআই আক্রমণ করছে। অথচ এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি করছে না।' রাহুল দাবি করেন, 'কেরলে সিপিএম এবং বিজেপি একসঙ্গে কাজ করছে। ওরা সিপিএম-বিজেপি নয়। ওরা আসলে সিজেপি।'

এবার পালটা দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির প্রকৃত বিরোধিতা করছে বামপন্থীরাই। বরং রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের কার্যকলাপ বলছে, তারাই বিজেপির বি টিম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল সমুদ্রে, মৃত ৬

দোহা, ২২ মার্চ: রবিবার উপসাগরীয় দেশ কাতারের সমুদ্র অঞ্চলে সেনার একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন, যাঁর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। কাতার নিউজ এজেন্সি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়মিত দায়িত্ব পালনের সময় হেলিকপ্টারটিতে হঠাৎ প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দেয়। এর জেরেই সেটি সমুদ্রে আছড়ে পড়ে।

কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটিতে মোট সাত জন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনার পরই দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করা হয় এবং নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চলছে। এর আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানায়, উড়ানের সময় আকস্মিক যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ময়দান

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে দীপক জ্যোতি সম্মানে সম্মানিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। ছবিতে ক্লাব সচিব রূপক সাহার সঙ্গে বঙ্গ অভিনেত্রী। দীপক (পল্টু) দাসের ২৫ তম প্রয়াণ দিবসে উদ্বোধন হল স্মারক পুস্তিকা সম্মানিত প্রাক্তন ফুটবলার ও ইস্টবেঙ্গলের ঘরের ছেলে বাইচুং ভুটিয়া। এছাড়াও অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, ড সমিত রায়ের ফুটবল এবং ক্রিকেটে অবদানের জন্য দীপক জ্যোতি সম্মান জানানো হল।

প্যারা ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্সে বাংলার বিকি ওঁরাওয়ের ব্রোঞ্জ জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত ২৪তম প্যারা ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে উজ্জ্বল সাফল্য পেল বাংলা। দার্জিলিং জেলার নিজবাড়ি রেলওয়ে কলোনির অ্যাথলিট বিকি ওরাঁও ৪০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। ১৭ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৭০০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। আংশিক দৃষ্টিহীন (ভিজ্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট, টি-১২ ক্যাটাগরি) বিকি নিজের দৃঢ়তা ও লড়াইয়ের মানসিকতা দিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রায় ৭০০ প্রতিযোগীর এই চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে মোট ১৩ জন খেলোয়াড় ও কর্তা এই প্রতিযোগিতায় যান। তাঁদের মধ্যেই বিকির এই পদক রাজ্যের জন্য গর্বের মুহূর্ত এনে দিয়েছে। এই সাফল্যে বিকি ওরাঁও-কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিওএ সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও বিকি আরও বড় মঞ্চে সাফল্য অর্জন করে রাজ্য তথা দেশের নাম উজ্জ্বল করবেন।

প্যারা ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্সে ব্রোঞ্জ জিতলেন বাংলার বিকি ওরাঁও

অভিষেক শর্মার ব্যাটে তাণ্ডব! আশায় বুক বাঁধছে হায়দরাবাদ

হায়দরাবাদ, ২২ মার্চ: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের হতাশা পেছনে ফেলে নতুন উদ্যমে আইপিএলের মঞ্চে নামতে চলেছেন অভিষেক শর্মা। সাম্প্রতিক প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং স্পষ্ট করে দিল, তিনি আবার নিজের ছন্দে ফিরছেন। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ওপেন করতে নেমে মাত্র ৪২ বলে ৯৪ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। যদিও শতরান থেকে অল্পের জন্য বঞ্চিত হন, তবুও তাঁর ব্যাটিং ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং আগ্রাসী।

বিশ্বকাপের শুরুটা একেবারেই ভালো ছিল না অভিষেকের জন্য। টানা তিনটি ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। তবে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ান এই বাঁ-হাতি ব্যাটার। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান এবং ফাইনালে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি করে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দেন। সেই ফাইনাল ম্যাচে তাঁর ২১ বলে ৫২ রানের ইনিংস ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৯৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন তিনি, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ইস্টবেঙ্গলের ড্রেসিংরুম বদলায়নি: অস্কার, ডার্বিতে নামার আগে চনমনে মহামেডানও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আইএসএলে মুখোমুখি হবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও ইস্টবেঙ্গল। দুই দলই কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্টের আশায় মাঠে নামবে। অনুশীলনে মহামেডান ম্যাচে তিন পয়েন্ট শুধু নয়, গোল পার্থক্য বাড়িয়ে নেওয়ারও পরিকল্পনা করেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো। ফরোয়ার্ড লাইনে জোড়া স্ট্রাইকার নিয়ে খেলার পরিকল্পনা, খেলবেন ইউসেফ এজ্জেজ্জারি ও ডেভিড লালহানসাঙ্গা। তবে তরুণ মহামেডান দলকে হারানো অতটাও সহজ হবে না লাল-হলুদ ব্রিগেডের জন্য। রবিবারের অনুশীলনের পর যথেষ্ট চনমনে মহামেডান ফুটবলাররা। সাদা-কালো ব্রিগেডের কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডু ফুটবলারদের উজ্জীবিত করছেন। অনুশীলনের মাঝে আলাদা করে কথা বললেন মহীতোষ রায় ও আদিঙ্গার সঙ্গে। কোচ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডু বলেন, 'এই মরশুমে সব ম্যাচই আমাদের জন্য কঠিন। বিদেশি নেই বটে, তবে দেশীয় ফুটবলাররাও চেষ্টা করছে মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার। আগাইমকাল ডার্বিতেও ফুটবলাররা ১০০ শতাংশ দেবে, তারা উজ্জীবিত আছে।' হীরা মণ্ডলের চোট নিয়ে সংশয় দেখা দিলেও সম্ভবত ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁকে মাঠে নামাবেন কোচ মেহরাজ। গোড়ালির চোটের কারণে নেই তরুণ ফরোয়ার্ড ইস্রাফিল দেওয়ান।

এদিকে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে সম্পূর্ণ অনুশীলনের সময়ে সাইডলাইনেই ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে। অনুশীলন শেষে বলে শট মারতে দেখা যায় কেভিনকে। ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন তিনি। আন্তর্জাতিক বিরতির পরই ফিট হয়ে উঠবেন কেভিন। সল ক্রেস্পো ও রশিদ মাঝমাঠে, সেক্ষেত্রে মিগুয়েলকে হয়তো উইংয়ে দেখা যেতে পারে। অপর প্রান্তে বিপিন সিং। দুই সাইডব্যাক সম্ভাব্য পিভি বিষ্ণু ও মহম্মদ রাকিপ। সম্ভাব্য এই ছকেই মহামেডানের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল।

সাংবাদিক সম্মেলনে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজো বলেন, 'দু'দিন পিছিয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে আমাদের। আমাদের স্টেবিলিটি বজায় রাখতে হবে। একই একাদশ বজায় রাখা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু এসব অতীত। রমজানের পর আমরা আবার সন্ধেবেলায় খেলছি। মহামেডান ভালো দল, মেহরাজের সঙ্গে ড্রেসিংরুম শেয়ার করেছি। কেরালা ম্যাচের স্মৃতি মাথায় রয়েছে। আমাদের কাছে বড় সুযোগ রয়েছে টেবিলের শীর্ষস্থানের ব্যবধান কমানোর। মরশুমের শুরুতে যা ছিল, এখনও ড্রেসিংরুমে তা রয়েছে। আপনারাই বলছিলেন, খেতাব ছাড়া গুরুত্ব নেই। তবে এগুলো শুধু বাইরের কথা। তবে এগুলো আমরা পছন্দ করি, এতে আমরা উদ্বুদ্ধ হই। প্রতিটা খেলার শেষ ১০-১৫ মিনিটে ফলাফল আসছে। এবারের আইএসএল খুবই কঠিন।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'সমর্থকরাই আমাদের শক্তি। আমরা পেশাদার এবং আমরা বুঝি প্রতিটা ব্যর্থতা হতাশাজনক। তবে আমরা সব সময় চেষ্টা করি এমন পারফরম্যান্স দেওয়ার যাতে সমর্থকরা গর্বিত হয়। আমাদের সমর্থকরা দেশের সেরা। ওদের অধিকার রয়েছে হতাশ হওয়ার। আমরা চাইব ওরা আমাদের পাশে থাকুক।' গোলকিপার প্রভসুখন গিল বলেন, 'আমরা এই মরশুমে ভালো ফুটবল খেলছি। ডুরান্ড কাপ, আইএফএ শিল্ড, সুপার কাপ হোক বা এই আইএসএল- আমরা সব থেকে কম গোল খেয়েছি আর বেশি গোল করেছি। আমরা একাই পয়েন্ট নষ্ট করিনি, বাকিরাও করেছে।'

কেকেআরের উচিত গ্রিনের পারিশ্রমিক থেকে ২ কোটি কেটে নেওয়া: অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যামেরন গ্রিনকে ঘিরেই যে এবারের কেকেআর দলের পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে; একথা এখন স্পষ্ট। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই নাইট শিবিরের অন্যতম বড় ভরসা হয়ে উঠেছেন এই অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। শনিবার কলকাতায় পৌঁছে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে দলে যোগ দিতেই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তাঁর আগমন যেমন আশার সঞ্চার করেছে, তেমনই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও সমালোচনাও। নাইটদের পক্ষ থেকে একটি অভিনব ভিডিও প্রকাশ করে গ্রিনকে স্বাগত জানানো হয়। সেখানে তাঁকে একেবারে সংহারকের অবতারে তুলে ধরা হয়েছে। হাতে হাতুড়ি নিয়ে লিফট থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার প্রতীকী দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাঁর মুখের অভিব্যক্তিতেও ছিল এক ধরনের খলনায়কসুলভ আত্মবিশ্বাস। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে দল স্পষ্ট করে দিয়েছে, গ্রিনকে তারা শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটার হিসেবে নয়, বরং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি হিসেবে দেখতে চাইছে। কলকাতায় এসে গ্রিন নিজেও নিজের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দেন। তিনি জানান, সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা একটাই;এবার দল আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলবে। প্রস্তুতি ম্যাচেই তার ইঙ্গিত মিলেছে। সেই ম্যাচে দুই দলই দুইশোর বেশি রান করেছে, যা প্রমাণ করে ব্যাটিংয়ে আগ্রাসী মনোভাব থাকবে। গ্রিন আশাবাদী, এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দল ভালো ফল করবে। তাঁর কথায় লড়াইয়ের ইচ্ছা এবং জয়ের লক্ষ্য স্পষ্ট।

তবে তিনি শহরে পৌঁছনোর দিনই তাঁকে ঘিরে বিতর্কের সূচনা হয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বিন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, গ্রিন আদৌ কতটা বোলিং করতে পারবেন। তাঁর মতে, যদি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া গ্রিনকে সীমিত ওভার বল করার নির্দেশ দেয়, তা হলে তা দলের জন্য বড় সমস্যা হতে পারে। কারণ, এত বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করে একজন অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়ার মূল উদ্দেশ্যই হল তাঁর ব্যাটিং ও বোলিং; দু'দিকের অবদান পাওয়া। অশ্বিন আরও বলেন, যদি গ্রিন নিজের ইচ্ছায় বা বোর্ডের নির্দেশে পুরো কোটা বোলিং না করেন, তা হলে দলের ক্ষতি হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর পারিশ্রমিক কমানো উচিত বলেও মত দেন তিনি। তাঁর যুক্তি, দলের স্বার্থ সবার আগে, তাই কোনও খেলোয়াড় যদি পূর্ণ পরিষেবা দিতে না পারেন, তা হলে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে, গ্রিনের আগমন নাইট শিবিরে যেমন নতুন আশা জাগিয়েছে, তেমনই তৈরি করেছে প্রশ্নও। তিনি কি সত্যিই দলের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠবেন, নাকি সীমাবদ্ধতার কারণে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হবেন; সেটাই এখন দেখার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

নোয়াপাড়ায় এবার ‘সিংহ’ গর্জন অর্জুনের

শুভাশিস বিশ্বাস

নোয়াপাড়ায় বাবা, ভাটপাড়ায় ছেলে। নোয়াপাড়ায় বাবা অর্জুন সিং আর ভাটপাড়ায় ছেলে পবন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে অর্জুন সিংকে ভাটপাড়ার বাইরে নিয়ে বিধানসভায় লড়তে দিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপির ঘোষিত দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় একাধিক চমকের মধ্যে অবশ্যই ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার দাপুটে নেতা অর্জুন সিং। আর এই মনোনয়ন মেলায় এটাও স্পষ্ট হল, ২০২৪ লোকসভায় বারাকপুর থেকে তৃণমূলের পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে হারলেও অর্জুন সিংকে গুরুত্ব দিচ্ছে পদ্ম শিবির। ভাটপাড়ায় ছেলে পবন সিংকে টিকিট দেওয়ার পর নোয়াপাড়া থেকে প্রার্থী করা হল অর্জুনকে। এই প্রথম ভাটপাড়ার বাইরে বিধানসভা ভোটে লড়বেন অর্জুন কারণ, একটাই ভাটপাড়া, জগদ্দলের বাইরে নোয়াপাড়াতেও অর্জুনের বেশ ভাল প্রভাব রয়েছে।

২০০১ থেকে ২০১৬- প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে ভাটপাড়া থেকে বড় ব্যবধানে জিতেছিলেন অর্জুন। এরপর ২০১৯-এ লোকসভা ভোটে জিতে বারাকপুরের সাংসদ হওয়ায় ভাটপাড়া থেকে উপনির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়ে জিতেছিলেন তাঁর ছেলে পবন সিং। প্রসঙ্গত, গত দুটি লোকসভা ভোটে যে বারাকপুর লোকসভা থেকে বিজেপির হয়ে লড়েছিলেন অর্জুন, সেই কেন্দ্রেরই একটা বিধানসভা কেন্দ্র হল এই নোয়াপাড়া। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৪ লোকসভা ভোটে এখান থেকে অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে ১২ হাজার ভোটের লিড পেয়েছিলেন তৃণমূলের পার্থ ভৌমিক। এদিকে সিপিএম প্রার্থী দেবদূত ঘোষ ২৪ হাজারেরও বেশি ভোট পান। ফলে নোয়াপাড়ায় বাম ভোট নির্ণায়ক হতে পারে। তৃণমূলের গত বিধানসভা ভোটে নোয়াপাড়া থেকে ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিলেন মঞ্জু বসু। সেখানে ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন সুনীল সিং। এবার নোয়াপাড়ায় প্রার্থী বদল করে তাঁদের ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে দাঁড় করিয়েছে তৃণমূল। তৃণাঙ্কুরকে পরাজিত করতে পারেল অর্জুনের কাছ হবে তৃণমূলের গড় ভাঙা। ২০১৬ বিধানসভা ভোটে এখান থেকে তৃণমূলকে হারিয়েছিলেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মধুসূদন ঘোষ।

বৃহস্পতিবার নোয়াপাড়া কেন্দ্রের অর্জুন সিং-কে প্রার্থী ঘোষণার পরেই প্রচারে নেমে পড়েন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার অভিযান শুরু করেন অর্জুন সিং।তবে তিনি একা নন, এদিন প্রচার শুরু করেন বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাসও। তিনিও এদিন অর্জুনের সঙ্গে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে অর্জুন পুলিশ আধিকারিকদের সরানো প্রসঙ্গে জানান, ‘ যাঁরা দালাল পুলিশ না, আজকে নির্বাচন কমিশন তাঁদের বেছে বেছে আনছে। এঁরা অশোক স্তম্ভকে স্যালুট করে। যাঁরা দেশের সংবিধানকে মানে, তাঁদের নিয়ে আসা হচ্ছে। আর এতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালা হচ্ছে। এই জ্বালা দেখে বাংলার মানুষ খুশি।’ সঙ্গে তিনি এও জানাতে ভোলেননি ‘চার মাস আগে এই মন্দিরে যখন পুজো দিতে এসেছিলাম, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বাইরে স্লোগান দিচ্ছিল। তখন মায়ের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলাম, যাতে সুদীপ্ত দাসকে এখানে নিয়ে এসে প্রার্থী করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াতে পারি। আজ সেটা হল।’

এদিকে এই নোয়াপাড়া থেকেই এবার তৃণমূলের হয়ে ভোটে লড়বেন তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এই তৃণাঙ্কুর বলেই খবর। হালিশহরের বাসিন্দা হলেও ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে তাঁর পরিচয় আছে ব্যারাকপুর অঞ্চলে। ফলে নোয়াপাড়া আসনটি দখলে রাখতে শহিদ বিকাশ বসুর পরিবারের বাইরে এই ছাত্র নেতার উপরেই ভরসা রেখেছে জোড়াফুল শিবির। আর এই তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে সম্পর্কে অর্জুন সিং খুব স্পষ্ট ভাষায় জানান, ‘তৃণাঙ্কুরকে যদি আমি প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দের অপমান। দেখবেন ভোটের আগেই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। যে প্রার্থী হয়েছে তাঁর কী গুরুত্ব আছে এটাই বুঝুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে নিজেই এফআইআর করেছে জিটিএ-র চাকরি চুরির জন্য। এবার তাঁকে প্রার্থী করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে তো এটাই আছে যে টাকা দেবে, যে টাকা চুরি করবে, যে কয়লার টাকা দেবে, বালির টাকা দেবে, সে-ই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন। আমি মনে করি না, প্রতিপক্ষের কোনও লোক আছে। এখানকার লড়াই টি টোয়েন্টির লড়াই আছে। টোয়েন্টির মধ্যে সবাই থাকবে। ৮০ শতাংশের মধ্যে বিজেপি থাকবে।’

সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি যে, ‘মঞ্জু বোসের মতো তৃণমূলের বহু পুরনো কর্মীকে বেইজ্জত করে, ধাক্কা মেরে সরিয়ে তাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ওখানকার মানুষ এর সঠিক জবাব দিয়ে দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যাচ্ছে। পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন সামনে আছে। নোয়াপাড়াতেও পরিবর্তন নিশ্চিত। আমি গর্ব করে বলতে পারি আমার ব্যারাকপুরের সাতটা সিটই বিজেপির পক্ষে চলে গেছে।’

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ধর্মতলার মঞ্চে দলনেত্রীকে প্রণাম করতে গিয়েছিলেন নোয়াপাড়ার বর্ষীয়ান বিদায়ী বিধায়ক মঞ্জু বসু। কিন্তু প্রবীণ বিধায়ককে দেখেই চটে লাল হতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দূর থেকেই সরে যেতে বলেন। এরপর বর্ষীয়ান বিধায়ককে শেষমেশ সরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষী। এই ঘটনা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরালও হয়। দুর্দিনের সৈনিকের অপমানে ক্ষোভের চোরাস্রোত বইছে নোয়াপাড়ায়। এমনকী তৃণমূলের কর্মীদের বড় অংশ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। শনিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখোমুখি হয়ে মঞ্জু বসু জানান যে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন।

অন্যদিকে মঞ্জু বসুকে অপমানের ঘটনা নিয়ে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে বিরোধী শিবির। বাম-কংগ্রেস থেকে বিজেপি, সবাই একই সুরে তৃণমূলকে বিঁধছে।

আর এই নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। এটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত এবং ব্যারাকপুর লোকসভা আসন গঠনকারী সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে একটি। এটি উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা, গারুলিয়া পৌরসভা, ইছাপুর ডিফেন্স এস্টেট, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট এবং ব্যারাকপুর ২ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের মোহনপুর ও সিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত।

২০২৪ সালে এই নোয়াপাড়া বিধানসভায় নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৬৪,৬০১, যা ২০২১ সালে ছিল ২,৬২,১৩৩। এর আগে ২০১৯ সালে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫১,৮৬৮, ২০১৬ সালের ২,৪২,১৯০ এবং ২০১১ সালের ২,০৫,০৭০। এই ভোটারের মধ্যে ১৮.২৪ শতাংশ তফসিলি জাতি, ১১.১০ শতাংশ মুসলিম এবং ১.৫১ শতাংশ তফসিলি উপজাতির ভোটার রয়েছে। কলকাতার শহরাঞ্চলের অংশ হওয়ায় নোয়াপাড়া একটি প্রধানত শহুরে নির্বাচনী এলাকা, যেখানে ৯৪.৫৫ শতাংশ শহুরে ভোটারের বিপরীতে মাত্র ৫.৪৫ শতাংশ গ্রামীণ ভোটার রয়েছে। ভোটদানের হার বেশি থাকলেও, নোয়াপাড়াতেও নির্বাচনের প্রতি ক্রমবর্ধমান উদাসীনতার শহুরে প্রবণতা দেখা যায়, যার ফলে প্রতিটি নির্বাচনের সাথে সাথে ভোটদানের হার কমছে। ২০১১ সালে ভোটদানের হার ছিল ৮২.৯০ শতাংশ, এরপর ২০১৬ সালে ৭৮.২০ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৬.১৮ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৭৩.৫০ শতাংশ। তবে একইসঙ্গে এটাও অনেকে মনে করছেন, তৃণমূলের জমানায় একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়েছে। যার জের পড়েছে এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে। কারণ, এখানে বেশির ভাগ মানুষ-ই কলকারখানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা পাড়ি জমিয়েছেন ভিন রাজ্যে।

নোয়াপাড়ার রাজনৈতিক ইতিহাস এও বলছে, ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নোয়াপাড়া ২০১৮ সালের উপনির্বাচন সহ এ পর্যন্ত ১৭টি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। এই আসনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) আটবার, তৃণমূল কংগ্রেস চারবার, কংগ্রেস তিনবার জয়লাভ করেছে, অপরদিকে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যথাক্রমে ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের প্রথম দুটি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনেই, ২০০১ সালে সিপিআই(এম)-এর টানা পাঁচবারের জয়ের ধারা ভেঙে দেয়।

২০০১ সালে প্রথম নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে যায় এই আসন। তারা সিপিআইএম-এর ৫ বারের জেতার ধারাবাহিকতা ভেঙে দেয়। এই ভোটে মঞ্জু বসু প্রথমবার তৃণমূলের হয়ে জিতেছিলেন।

তবে ২০০৬ সালে এখানে জেতে সিপিআই(এম)। ২০০৬ সালে মঞ্জু বসু পরাজিত হন। যদিও ২০১১ সালে মঞ্জু বসু আবার সিটটা সিপিআই(এম)-এর কুসাধ্বজ ঘোষকে ৪১,১৪৮ ভোটে পরাজিত করে। যদিও ২০১৬ সালে তিনি কংগ্রেসের মধুসূদন ঘোষের কাছে হেরে যান।

তবে ২০১৮ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল সুনীল সিংকে প্রার্থী করেন। তিনি বিজেপির সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৬৩,০১৮ ভোটে পরাজিত করেন। ২০২১ সালে মঞ্জু বসু আবার প্রার্থী হন। কারণ, সুনীল সিং বিজেপিতে যোগ দেন। আর সেই ভোটে মঞ্জু বসু আবার ২৬,৭১০ ভোটের ব্যবধানে জেতেন।

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে থেকেছে। ২০০৯ সালে সিপিআই (এম)-এর থেকে ১৩,৯৫২ ভোটে এগিয়ে ছিল তৃণমূল। ২০১৪ সালে ২০,৫৫৮ ভোটের লিড ছিল তাদের। যদিও ২০১৯ সালে বিজেপি তৃণমূলকে কঠিন লড়াইতে ফেলে দিয়েছিল। সেই ভোটে তৃণমূল মাত্র ৫২৬ ভোটে এগিয়ে ছিল। তবে ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ১১,৮৫৯ ভোট ব্যবধানে এগিয়ে যায় এই আসনে।

২০০৯ সালের পর থেকে ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস নোয়াপাড়ায় অনেকটাই এগিয়ে। এমনকী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাদের প্রার্থী জিততে পারে। এখানে বাম-কংগ্রেসের ভোট খুবই খুবই কম। এখানে তাদের ভোট শতাংশ ১২-১৩ শতাংশের মতো। তাই এখানে মূল লড়াই তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির। বিজেপি-ই তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ। এখন দেখার ‘অর্জুন ম্যাজিক’ কতটা সফল হয় এই নোয়াপাড়ায়। তবে এটাও ঠিক, ২০২৬-এর নির্বাতনে রয়েছে প্রতিষ্ঠান বিরোধী এক প্রবল হাওয়া।

‘মমতা ম্যাজিক’ কাজ করছে না একেবারেই। পাশাপাশি মঞ্জুর বসুর ঘটনাও কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে ভোট বাক্সে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। ফলে সব মিলিয়ে কোনওভাবে অর্জুন সিংয়ের ক্যারিশ্মা তৃণমূলকে চাপে ফেলতে পারে কি না এখন সেটাই দেখার।

নোয়াপাড়া

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মঞ্জু বসু	তৃণমূল কংগ্রেস	৯৪,২০৩	৪৮.৯০ %
সুনীল সিং	বিজেপি	৬৭,৪৯৩	৩৯.০৪ %
শুভঙ্কর সরকার	কংগ্রেস	২৩,৫০২	১২.২০ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,৮৮৬	১.৫০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেষ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
নোয়াপাড়া	২,৪৬,৪৮১	২,২৭,৩২৮	২,২২,০১৬

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মা, মাটি ও মানুষের নিরন্তর সুরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মা বগলামুখী মন্দিরে প্রার্থনা করলেন। তিনি সকলের শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেছেন এবং প্রত্যেক নাগরিকের কল্যাণের জন্য শক্তি ও পথনির্দেশনা কামনা করেছেন।

সিউড়ি বিধানসভার রাজনগর খাস বাজারে প্রচারে সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভায় বয়াল-এ বিজেপির সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রচারে পানিহাটি বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত।

প্রচারে রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত।

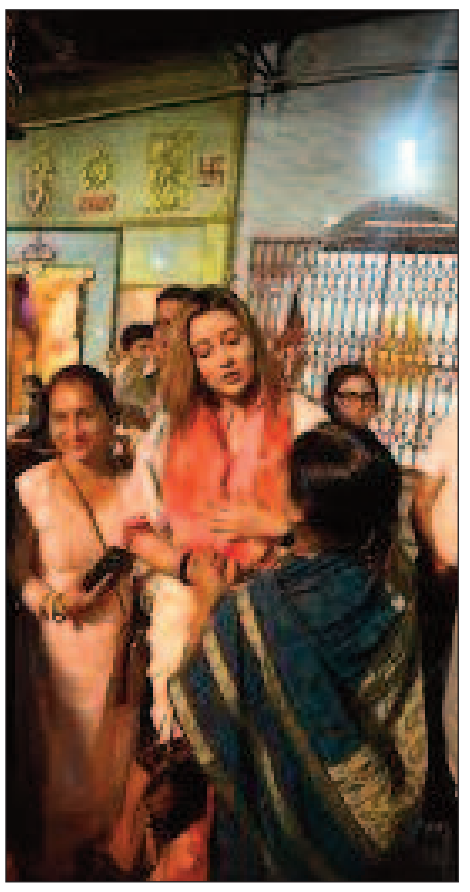

বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে।

দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের নির্বাচনী প্রচার।